Contents

চতুর্দশ বর্ষ

৭ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

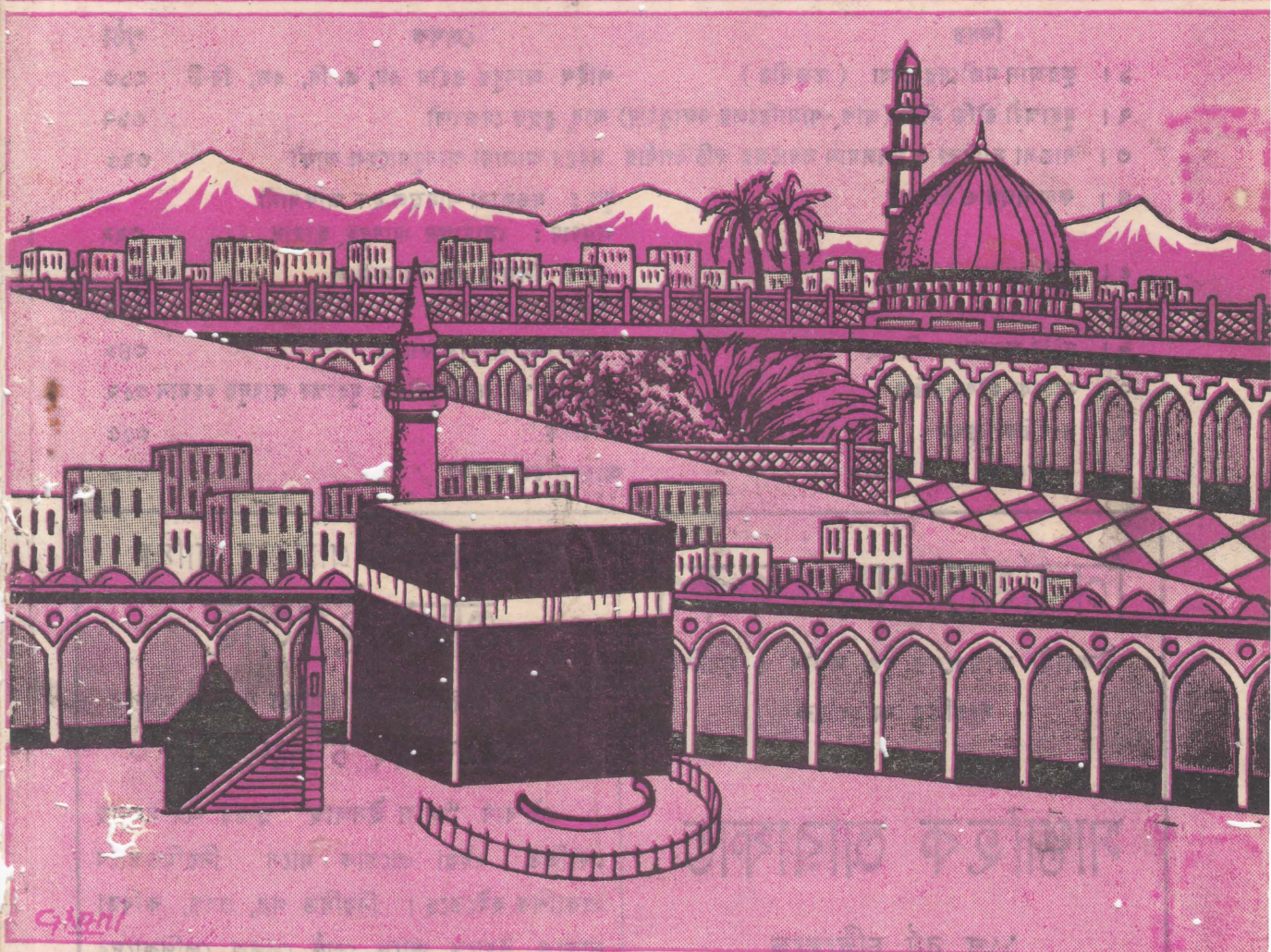

সম্পাদক
মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

মাঘ—১৩৭৪ বাং | জানুয়ারী—১৯৬৭ ইং

শাওয়াল—১৩৮৭ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৩১৩
২। মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৩১৭
৩। বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচিবিপর্য্যয়	মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী	৩২৫
৪। কম্যুনিজম ও ইসলাম	মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুহু ছামাদ	৩২৯
৫। ফিলিপাইনে ইসলাম	মূল : সিঞ্জার আদিব মাজাল অনুবাদ : মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান	৩৩৪
৬। খৃষ্টান জগতে বহু বিবাহ	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	৩৪৯
৭। সাহাবা জীবন-চরিত	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন ও মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৫২
৭। সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৩৫৫
৮। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক-হক্কানী	৩৫৮

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাসিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৬শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ-সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত সত্যবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	পৌষ, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; সওয়াল, ১৩৮৭ হিঃ জানুয়ারী, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ;	সপ্তম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

সূরা আল্-মা'উন

سورة الماعون

এই সূরার শেষ আয়াতে 'আল্-মা'উন' শব্দ থাকায় ইহার এই নাম হইয়াছে।

এই সূরার প্রথম আয়াৎ মক্কায় এবং বাকী চারিটি আয়াৎ মদীনায় নাযিল হয়। প্রথম আয়াৎ তিনটিতে মক্কায় কতিপয় কাফির মুশরিকদের কার্য কলাপের দিকে এবং বাকী আয়াৎ চারিটিতে আবদুল্লাহ ইবন উবাইই প্রমুখ মুনাফিকদের আচরণের দিকে মূলতঃ ইঙ্গিত করা হইলেও এই ব্যাপার ও বিধানগুলি সকল যুগের সকল লোকের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

١ اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ

১। যে ব্যক্তি আখিরাতের বিচারকে অবিশ্বাস করে তাহাকে [হে রাসূল] তুমি কি চেনো ? [তবে শোনো তাহার পরিচয়।] ১

٢ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

২। সে তো ঐ ব্যক্তিই যে ব্যক্তি য়াতীমকে কঠোর ও কর্কশ ভাবে দূর করিয়া দেয়। ২

٣ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

৩। এবং মিসকীনের খাদ্য ব্যাপারে উৎসাহ দেয় না। ৩

১। الدين—আদ্‌দীন্। ইহার অর্থ 'কর্মফল'ও হইতে পারে 'দীন-ইসলাম'ও হইতে পারে। তবে 'কর্মফল' অর্থই বেশী সঙ্গত বলিয়া তফসীরকারগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা এই যুক্তি দেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে যে জঘন্য আচরণের কথা বলা হইয়াছে তাহা একমাত্র পরকালের বিচারে অবিশ্বাসী ব্যক্তি দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কোন **অমুসলিমও** যদি পরকালের বিচারে বিশ্বাসী হয় তবে সে ঐ জঘন্য আচরণ করিতে সাহসী হয় না।

২। আয়াৎটির ব্যাখ্যা: পরকালের বিচারে অবিশ্বাসী লোকের একটি চিহ্ন এই যে, কোন য়াতীম তাহার নিকটে নিজ অভাব জানাইয়া কিছু সাহায্য চাহিলে তাহাকে সাহায্য করা দূরের কথা, সে তাহাকে নির্মমভাবে তাড়াইয়া দেয়। এই আয়াতে যাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাহারা ছিল এই: (ক) আবু জাহ্‌ল্। সে একজন য়াতীমের সম্পত্তির অভিভাবক ছিল। সে ঐ য়াতীমকে অত্যন্ত দুরবস্থায় রাখিত; এমন কি সে তাহাকে পরিবার জন্য কাপড় পর্যন্ত দিত না। অনন্তর ঐ য়াতীম একদিন উলঙ্গ অবস্থায় আবু জাহলের নিকট কিছু চাহিবার জন্য উপস্থিত হইলে আবু-জাহ্‌ল তাহাকে কিছু না দিয়া কঠোর ভাবে তাড়াইয়া দেয়। (খ) আবু-সুফ্‌য়ান। আবু-সুফ্‌য়ান কাফির থাকাকালে সপ্তাহে একদিন দুইটি উট যবহ করিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে মহা সমারোহে যিয়াফৎ করিয়া খাওয়াইতেন। একদিন একজন য়াতীম তাঁহার নিকটে গোশ্‌ত চাহিতে গেলে তিনি তাহাকে লাঠি দ্বারা ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ আরও দুইজন কুরাইশ লোকের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন।

৩। لا يحض—লা য়াহুযযু। ইহার অর্থ দুই ভাবে করা হয়। (এক) সে নিজেকে উৎসাহ দেয় না। (দুই) সে অপরকে উৎসাহ দেয় না। সেইরূপ طعام المسكين এর অর্থও দুইভাবে করা হয়। (এক) اضافة কে সম্বন্ধ) ل (লাম) অর্থাৎ অধিকার অর্থে গ্রহণ করিয়া। তখন অর্থ হইবে, যে খাদ্যের মালিক স্বয়ং মিসকীন সেই খাদ্য। (দুই) مضاف اليه মিসকীনকে কর্মকারক অর্থে গ্রহণ করিয়া। তখন অর্থ হইবে, 'মিসকীনকে খাদ্য দান'। প্রথম অর্থটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ভাব প্রকাশ করে বলিয়া এখানে ঐ অর্থটিই অধিকতর সঙ্গত ও উপযোগী। ফলে, সম্পূর্ণ আয়াৎটির ব্যাখ্যা হইবে, 'সে এত বড়-কৃপণ যে, তাহার পক্ষে নিজের মাল হইতে মিসকীনকে কিছু দান করার কথা চিন্তাও করা যায় না। তারপর মিসকীনের নিজস্ব প্রাপ্য খাদ্য মিসকীনকে দেওয়া দূরের কথা, অপর কেহ যদি মিসকীনের নিজস্ব প্রাপ্য খাদ্য আত্মসাৎ করে তাহা হইলেও সে ঐ মিসকীনকে তাহার প্রাপ্য

www.ahlehadeethbd.org

৪। কাজেই আখিরাতে ঐ সব মুসল্লীর দুরবস্থা হইবে— ৪

৫। যাহারা নিজেদের সলাৎ ব্যাপারে গাফিল ও বেখেয়াল ;৫

৬। যাহারা ধর্ম কর্ম কেবলমাত্র দেখাইয়াই থাকে—৬

٤ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝

٥ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

٦ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

দিবার জন্য ঐ আত্মসাৎকারীকে কোনরূপ অনুরোধ পর্যন্ত করে না।

৪। فَـ—'ফা' কাজেই। এই অব্যয়টি দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, পরের ব্যাপারটি পূর্বের ব্যাপারটির সহিত ফল ও কারণরূপে বিজড়িত রহিয়াছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আয়াৎটির ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ :— 'য়াতীমের সহিত কঠোর ব্যবহার এবং মিসকীনকে খাদ্য-দান হইতে বিরত থাকা যখন পরকালীন বিচারে অবিশ্বাসের আলামৎ বলিয়া অবধারিত সে ক্ষেত্রে যে সব মুসল্লী আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আল্লার ইবাদৎ না করিয়া লোক সমাজকে দেখাইবার মৎলবে ও তাহাদের নিকট আবিদ বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইবার উদ্দেশ্যে আল্লার ইবাদৎ সম্পাদন করিয়া থাকে তাহারা নিশ্চিতভাবে আখিরাতের বিচারে অবিশ্বাসী এবং তাই আখিরাতে তাহাদের চরম দুরবস্থা হইবে।'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে যেমন আল্লার মখলুক —য়াতীম মিসকীনের সহিত দুর্ব্যবহার ও জঘন্য আচরণের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদৎ সম্পর্কে দুইটি জঘন্য মানসিকতার কথা বলা হইয়াছে।

৫। আয়াৎটির ব্যাখ্যা : যাহারা **সলাতের সময়ের প্রতি** মোটেই কোন গুরুত্ব আরোপ করে না, বরং সলাৎকে একটা গতানুগতিক একঘেয়ে ব্যাপার মাত্র মনে করে এবং অনর্থক গল্প বা বাজে কাজে মশগুল থাকিয়া হয়তো বা শেষ অক্ত অথবা অক্ত পার হইয়া গেলে সলাৎ সম্পাদন করে তাহারা এবং যাহারা ঠিক সময়েই উহা সম্পাদন করে বটে, কিন্তু উহা কায়মনোবাক্যে পালন করে না তাহারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আখিরাতে দুরবস্থার যোগ্য হইয়া উঠে।

৬। يُرَاءُونَ—য়ুরা'ঊন। ইহার অর্থ এক দল লোক অপর এক দল লোককে দেখায় এবং অপর দলের লোক প্রথম দলের লোককে দেখায়। কাজেই আয়াৎটির ব্যাখ্যা হয় এইরূপ :

'ঐ লোকগুলির ইবাদাৎ অথবা অন্য কোন সৎ কাজ সম্পাদনে যেমন আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভ করা উদ্দেশ্য হয় না, বরং অপর লোকের নিকট আবিদ বা সৎ লোক বলিয়া পরিগণিত হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য হয় সেইরূপ অপর লোকেরাও আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ঐ লোকগুলির প্রশংসায় প্রবৃত্ত হয় না, বরং তাহাদের ঐ সব লোকের সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যেই তাহাদের ঐ ইবাদৎ বা সৎকাজের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠে। এই ভাবে উভয় দলই 'রিয়াকারী' অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে। এই রিয়াকারীর জন্য আখিরাতে দুরবস্থার কথা উক্ত আয়াৎটিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রিয়াকারী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। সূরা 'আল্-কাহ্ফ' এর শেষে আল্লার ইবাদাৎ ব্যাপারে শিরুকের যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহার অর্থ করা হয় রিয়াকারী। অর্থাৎ মানুষ যখন লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে **আল্লার ইবাদৎ** করে তখন ঐ ইবাদাৎ আল্লার জন্য না হইয়া মানুষের জন্য সম্পাদিত বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ তখন ঐ ইবাদৎকারীর মাবুদ হয় মানুষ ; ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাহার মা'বূদ থাকেননা। এই কারণে রিয়াকারীকে রাসূলুল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৭। এবং যাহারা সাহায্যের উপকরণ ব্যাপারে অপরকে বাধা দেয়। ৭

সঃ 'আশ্-শিরকুল আসগার' (الشرك الاصغر) অর্থাৎ ছোট শিরক বলিয়া উল্লেখ করেন।—বুলুগুল-মারাম (আহমদ)।

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "যে ব্যক্তি লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সলাৎ সম্পাদন করে সে শিরক করে; যে ব্যক্তি লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সাওম পালন করে সে শিরক করে; এবং যে ব্যক্তি লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে দান-সদকা দেয় সে শিরক করে।—মিশকাৎ (আহমদ)

আবূ হুরায়রা রাঃ কতৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ জানান যে, শাহীদ ধর্মযুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়া, 'আলিম সারা জীবন ইলম শিক্ষা দিয়া এবং ধনী প্রচুর দান-খয়রাৎ করিয়াও তাহাদের কাজে রিয়াকারী থাকিয়া থাকিলে তাহাদিগকে মুখের ভারে ফেলিয়া হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া গিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। —(মুসলিম) হে আল্লাহ আমাদের রিয়াকারী হইতে মুক্ত রাখুন! আমীন!

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে যাহাদের সলাতের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহারা হইতেছে মুনাফিক। কারণ আল্লাহ তা'আলা সূরা 'আন্-নিসা' ১৪২ আয়াতে স্পষ্ট ভাবে বলেন যে, মুনাফিকেরা যখন সলাতে গিয়া দাঁড়ায় তখন তাহারা আলস্যপূর্ণ অবস্থায় দাঁড়ায় (অর্থাৎ

٧ ويمنعون الماعون ٠

তাহাদের মন চায় না দাঁড়াইতে); তাহারা লোকদিগকে দেখাইবার জন্যই দাঁড়ায়; আর তাহারা খুব কমই (অর্থাৎ মোটেই না) আল্লার গুণ উল্লেখ করে।

৭। الماعون এর অর্থ কেহ কেহ 'যাকাৎ' বলিয়াছেন; কিন্তু আধিকাংশ তফসীরকারের মতে উহার অর্থ হইতেছে এমন তৈজসপত্র যাহা সাধারণতঃ সকলের থাকে না এবং সব সময় ব্যবহারেও লাগে না। মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হয় বলিয়া সকলে রাখে না; কিন্তু উহার কোন কোনটি কেহ কেহ রাখিয়া থাকে। যাহার কাছে উহা থাকে সে সময়ের প্রয়োজন হইলে সামাজিক রীতি হিসাবে উহা তাহাকে সাময়িক ভাবে ধার দিয়া থাকে। ইহা স্থান ও সমাজ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা, কুড়াল, কোদাল, দেগ-পাতিল, শতরঞ্চি ইত্যাদি।

পরিণামে যাহাদের দুরবস্থা হইবে তাহাদের আর একটি চিহ্ন এই আয়াতে বলা হইয়াছে। তাহা এই যে, সামাজিক রীতি হিসাবে যে সব আসবাব পত্র প্রতিবেশীকে সাময়িকভাবে ধার দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে সেই আসবাবপত্র নিজেরা অপরকে ধার দেওয়া দূরের কথা, অপর লোক ধার দিতে প্রস্তুত থাকিলেও তাহাদিগকে তাহারা উহা ধার দিতে বাধা দেয়। বস্তুতঃ, এই প্রকার আচরণ অতি হীন ও ইতর মনের পরিচায়ক।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[প্রথম অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম এর প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু (হাদীস) পাওয়া যায় তাহার অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়

بَاب = প্রবেশ-দ্বার। গৃহদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ লাভ সম্ভব হয় বলিয়া গৃহদ্বারকে যেমন 'বাব' বলা হয় সেইরূপ শিরোনামা বা শিরোলিপিকে কোনও বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশের দ্বার হিসাবে ব্যবহার করা হয় বলিয়া শিরোলিপিকেও 'বাব' বলা হয়। এই অর্থে 'বাব' শব্দের প্রচলন সর্বপ্রথম তাবি'ঈদের সময় হইতে আরম্ভ হয়।

مَاجَاءَ = যাহা আসিয়াছে। এই 'যাহা' শব্দ বলিয়া হাদীসকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ এই সম্পর্কে যে সব হাদীস রহিয়াছে তাহার অধ্যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম এর আকৃতি, চলা-ফেরা, উঠা-বসা-শোওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্পর্কে সাহাবীগণ যে বিবরণ দেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম এর বাণী, কার্য বা সমর্থনের বিবরণ না হইলেও এই গুলিকে মারফূ' (مَرْفُوْع) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন বোধে ইল্মুল-হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

ইল্মুল হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র দুই ভাবে আলোচনা চালাইয়া থাকে। (এক) রিওয়ায়াৎ বা বর্ণনার দিক হইতে, এবং (দুই) দিরায়াৎ বা জানিবার দিক হইতে।

যে ইল্মের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম এর বাণী, কার্য, সমর্থন ও গুণাবলীর বিবরণ দেওয়া হয় তাহাকে 'রিওয়ায়াতী ইলমুল্ হাদীস' আখ্যা দেওয়া হয়। এই ইল্মের বিষয়বস্তু (مَوْضُوْع) হইতেছে 'নাবীরূপী হযরৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম এর সত্তা'; ইহার উদ্ভাবক (وَاضِع) হইতেছেন মাননীয় সাহাবীগণ এবং ইহার উদ্দেশ্য (غَايَة) হইতেছে ইহকালে ও পরকালে সৌভাগ্য অর্জন।

যে ইল্ম দ্বারা গ্রহণ, বর্জন ইত্যাদি বিচার করিবার জন্য বর্ণনাকারীর ও বর্ণিত বিবরণের বিভিন্ন অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায় সেই ইল্মকে 'দিরায়াতী ইলমুল-হাদীস' বলা হয়। ইহার বিষয়বস্তু (مَوْضُوْع) হইতেছে গ্রহণ বর্জনের দিক দিয়া বর্ণনাকারী ও বর্ণিত বিবরণ। ইহার উদ্দেশ্য (غَايَة) হইতেছে কোন্ বিবরণটি গ্রহণযোগ্য এবং কোন্টি পরিত্যাজ্য তাহা নির্ধারণ করা। ইহার উদ্ভাবক (وَاضِع) হইতেছেন সুবিখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম যুহ্রী প্রমুখ তাবি'ঈগণ। উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খিলাফাৎকালে ও তাঁহারই নির্দেশক্রমে ইমাম যুহ্রী এই ইল্মের সূচনা করেন। পরবর্তী কালে হাদীসের ইমামগণ উসূলুল্-হাদীস, আস্মাউর্ রিজাল প্রভৃতি নামে এই ইল্মের বহু শাখার প্রবর্তন করিয়া এইগুলির চরম উৎকর্ষ সাধন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১) আমাদিগকে হাদীস জানান আবু রাজা' কুতায়বাহ * ইবন সা'ঈদ, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন

একটি কৈফিয়ৎ

সম্প্রতি আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, হাদীস শিক্ষার্থীদের মধ্যে মা-শা আল্লাহ শতকরা দুই চারি জন মাত্র মোটামুটিভাবে হাদীস শুদ্ধ করিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু সনদ পড়িতে গিয়া এই দুই চারি জনও বেশ ভুল করে। দ্বিতীয়তঃ আজ কাল সনদ বাদ দিয়া হাদীসের বাংলা তরজমা প্রকাশ করাই প্রচলিত রীতিতে পরিণত হইয়াছে। অথচ হাদীস শাস্ত্রে সনদ বাদে কোন কথাই গ্রহণযোগ্য নহে। সনদের এই গুরুত্বের কারণে, এবং হাদীস শিক্ষার্থীগণ যাহাতে সনদ পাঠ সম্বন্ধে কিছুটা ইলম হাসিল করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে এই কিতাবের মূল আরবী সনদগুলিও স্বরচিহ্নসহ প্রকাশ করা হইল।

* **কুতায়বাহ** – ইহা রাবীর নাম নয়; উপাধি বিশেষ। তাঁহার নাম 'আলী।

১। এই হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁহার জামি' গ্রন্থে مبعث النبي صلي الله عليه وسلم অধ্যায়েও আনিয়াছেন। সেখানে তিনি তাঁহার এই শায়খ কুতাইবার সঙ্গে তাঁহার অপর শায়খ ইসহাক ইবন মূসা আনসারীরও সনদযোগে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। সেখানে হাদীসটির প্রথম
كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس
স্থলে
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
উল্লেখ করেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ৫০২ পৃষ্ঠায় এবং সহীহ মুসলিম ২।২৬০ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে।

اخبرنا—হাদীস, তাফসীর প্রভৃতি ইসলামী শাস্ত্রসমূহের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রসার প্রধানতঃ মধ্য এশিয়াতেই ব্যাপকভাবে হইয়াছিল এবং এই কারণে অন্যান্য ইসলামী পরিভাষাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ইলমুল হাদীসের পরিভাষাগুলিও (اصطلاح) সেখানেই গড়িয়া উঠে। অনন্তর, অপর পরিভাষাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ইলমুল হাদীসের কতিপয় পরিভাষা সম্পর্কে জায়হূন নদীর উভয় পারের আলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ঐ সব মতভেদের কথা বলিতে গিয়া ঐ নদীর-ওপারের আলিমদিগকে 'মাগারিবাহ' (مغاربة) বা পশ্চিম দেশীয় এবং এ পারের আলিমদিগকে 'মাশারিকাহ' (مشارقة) বা পূর্বদেশীয় নামে আখ্যায়িত করা হইতে থাকে।

(١) اَخْبَرَنَا اَبُوْرَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ

মাশারিকাহ ও মাগারিবার মধ্যে যে সব পরিভাষার তাৎপর্য লইয়া মতভেদ হয় তন্মধ্যে اخبرنا, حدثنا ও انبأنا অন্যতম। হাদীস বর্ণনাকারী যে হাদীসটি বর্ণনা করিতে চান এই হাদীসটি তিনি তাঁহার শায়খ হইতে কী ভাবে গ্রহণ করেন তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই পরিভাষাগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পরিভাষা তিনটির অর্থ মূলতঃ এক। প্রত্যেকটিরই ভাষাগত অর্থ 'তিনি আমাকে জানাইলেন'। এই ভাষাগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ 'মাগারিবাহ' হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে এই তিনটির মধ্যে কোন বাচবিচার না করিয়া যে কোনটি ব্যবহার করিতেন। পক্ষান্তরে 'মাশারিকাহ' তথা এতদ্দেশীয় মুহাদ্দিসগণ এই তিনটির ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। পার্থক্যের বিবরণ এই : (ক) শায়খ নিজে হাদীস পড়িয়া শুনাইয়া থাকিলে ছাত্র উহা বর্ণনা করিবার সময় حدثنا বলিতেন। (খ) শায়খ যদি হাদীসটি নিজে পড়িয়া না শুনাইয়া থাকেন, বরং ছাত্র যদি উহা পড়িয়া শুনাইয়া থাকে এবং শায়খ উহা শুনিয়া উহাতে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে ছাত্র ঐ হাদীস বর্ণনাকালে اخبرنا বলিয়া থাকেন। (গ) শায়খ অথবা ছাত্র কেহই যদি হাদীস পড়িয়া কাহাকেও না শুনান, বরং শায়খ লিখিত কোন হাদীসের পৃষ্ঠা বা পুস্তক যদি ছাত্রের হাতে দিয়া মৌখিক ভাবে তাহাকে ঐ লিখিত হাদীস বর্ণনা করিবার অনুমতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

سَعِيْدٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ

মালিক ইব্ন আনাস (অর্থাৎ ইমাম মালিক) হইতে, তিনি রাবী'আ (রাবী'আ আর্-রায় নামে খ্যাত) ইব্ন আবূ আবদির রহমান হইতে তিনি সাহাবী আনাস ইব্ন মালিক রাঃ-কে বলিতে শোনেন—

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি অ সাল্লাম ছিলেন এইরূপ—তিনি স্পষ্ট দীর্ঘকায়ও নন, আর খর্বকায়ও নন ; ধবধবে শুভ্র বর্ণও নন, আর বাদামী-বর্ণও নন ; অত্যধিক কুঞ্চিত কেশ-বিশিষ্টও নন, আর একেবারে সটান কেশ-বিশিষ্টও নন। তাঁহার

দিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ ছাত্র ঐ লিপির হাদীস বর্ণনাকালে انبانا বলিয়া থাকেন। এ সম্পর্কে অপর পরিভাষাগুলির জন্য উসূলুল হাদীসের কিতাব দেখুন।

حدثنا স্থলে কখনো কখনো সংক্ষেপে ثنا বা نا ; اخبرنا স্থলে কখনো কখনো সংক্ষেপে انا বা رنا এবং انبانا স্থলে কখনো কখনো সংক্ষেপে انا লিখা হয় এই সব ক্ষেত্রেই ইহাদের পূর্বে قال যোগ করিয়া পড়িতে হয়।

ليس—كان......ليس র اسم হইতেছে উহাতেই উহ্য সর্বনাম هو এবং উহার خبر হইতেছে 'بالطويل' হইতে 'بالسبط' পর্যন্ত। তারপর ليس তাহার اسم ও خبر সহ একটি جملة হইয়া كان এর خبر হইয়াছে।

ليس বর্তমান ক্রিয়াপদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ হইতেছে 'নহে' বা 'নয়'। كان অতীত কাল ; অর্থ 'ছিল' বা 'ছিলেন'। ليس এর পূর্বে এখানে كان থাকায় ইহার ভাবার্থ ماكان বা لم يكن এর মত হয়—অর্থ এক নহে। এই পার্থক্য লক্ষ্য রাখিয়া তরজমা করা হইল।

البائن—ইহার মূল بيان (প্রকাশ করা) এবং بون (বাওন = দূরবর্তী হওয়া) উভয়ই হইতে পারে বলিয়া ইহার অর্থ যথাক্রমে প্রকাশ্য বা স্পষ্ট এবং দূরবর্তী উভয়ই হয়। কাজেই অংশটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই, 'তিনি (ক) পরিষ্কারভাবে পরিদৃশ্যমান দীর্ঘকায় বা (খ) সুউচ্চ দীর্ঘকায় ছিলেন না'। ৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

لا بالابيض الامهق ولا بالادم—এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর শরীরের বর্ণ সম্পর্কে বলিতে গিয়া দুই প্রকার বর্ণের কথা অস্বীকার করা হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার বর্ণ কী ছিল তাহা এখানে মোটেই বলা হয় নাই। যাহা হউক ইহার উল্লেখ ২, ৭, ১২ ও ১৪ নং হাদীসগুলিতে রহিয়াছে। কাজেই এ সম্পর্ক প্রয়োজনীয় আলোচনা সেই সব স্থানে করা হইবে।

الادم সম্বন্ধে আলোচনা ২ নং হাদীসে اسمر প্রসঙ্গে করা হইবে। قطط—ইহার 'কাতাত' পাঠই সমধিক প্রসিদ্ধ ; তবে 'কাতিত'ও পড়া হয়। অর্থ 'অত্যন্ত কোকড়া চুল'।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالٰي عَلٰي رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَتَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالٰي عَلٰي رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে নবী করেন। অনন্তর তিনি মাক্কায় দশ বৎসর এবং মদীনাতে দশ বৎসর অবস্থান করেন। অনন্তর তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অফাৎ দেন। তাঁহার অফাৎ কালে তাঁহার মাথায় এবং দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয় নাই।

(٢) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

(২) আমাদিগকে হাদীস শুনান হুমায়দ ইব্ন মাস্'আদাহ আল-বাস্রী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল অহ্হাব আস্-সাকাফী, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন হুমাইদ

سبط—ইহার তিন প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে। সাবাত, সাবিত ও সাব্ত।

بمكة عشر سنين—এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাক্কায় দশ বৎসর অবস্থান করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেখানে তিনি ছিলেন তেরো বৎসর। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইন্শা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বয়স (৫৩ নং) অধ্যায়ে করা হইবে।

عشرون شعرة بيضاء—এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অফাৎ কালে তাঁহার মাথা ও দাড়ি উভয় মিলিয়া বিশটি চুলও সাদা হয় নাই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের 'কেশের শুভ্রতা' (পঞ্চম) অধ্যায়ে করা হইবে।

"আস্-সুব্রী"—অর্থ ইরাকের বাস্রাহ্ নগরের অধিবাসী। বাস্রাহ্ (بصرة) শব্দটির উচ্চারণ বিস্রাহ্ এবং বুস্রাহ্ও হইয়া থাকে কিন্তু 'বাস্রাহ্' উচ্চারণই সমধিক বিশুদ্ধ। আর বাস্রী শব্দটির উচ্চারণ 'বিসরী'ও হয়; কিন্তু 'বুস্রী' হয় না। 'বুস্রী' বলিলে সিরিয়ার বুস্রা (بصرى) নগরের অধিবাসী বুঝায়।

আস্-সাকাফী—অর্থ সাকীফ (ثقيف) গোত্রীয়।

২। এই হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁহার জামি' গ্রন্থে اللبسة واتخاذ الشعر অধ্যায়েও আনিয়াছেন এবং ইহাকে حسن غريب صحيح বলিয়াছেন।

ربعة—ইহা রাব্'আহ্ ও রাবা'আহ উভয় রূপেই পঠিত হয়। অর্থ 'মধ্যম উচ্চ'। এই হাদীসে এই মন্তব্যটি মোটামুটি ভাবে করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً وَّلَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ، حَسَنُ الْجِسْمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَّلَا سَبِطٍ، أَسْمَرُ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ

(حميد الطويل নামে খ্যাত) হইতে, তিনি আনাস ইবন মালিক হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম ছিলেন মধ্যম উচ্চতা-বিশিষ্ট—না দীর্ঘ আর না বেঁটে; সুন্দর ছিল তাঁহার শারীরিক গঠন আর তাঁহার চুল না ছিল অত্যধিক কুঞ্চিত এবং না ছিল একেবারে সটান সোজা। তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন। পথে হাঁটিবার সময় তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত চলিতেন।

সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর উচ্চতা সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ ৮ নং হাদীসে দ্রষ্টব্য।

حسن الجسم—মানুষের 'জিসম' বা শরীর বলিতে তাহার যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বুঝায়। কাজেই এই অংশটির অর্থ দাঁড়ায়, 'তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একাধারে সুঠাম, সুগঠন এবং সুষম, সুশোভন ও মানানসই ছিল।

اسمر اللون—তাঁহার শরীরের বর্ণ اسمر ছিল। ১নং হাদীসে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার বর্ণ ادم ছিল না; আর এই হাদীসে বলা হয় যে তাঁহার বর্ণ اسمر ছিল। তারপর, ادم ও اسمر এর অর্থ মোটামুটিভাবে একই হয় বলিয়া হাদীস দুইটি পরস্পর বিরোধী হইয়া উঠে। মুহাদ্দিসগণ ইহার সমন্বয় কয়েকভাবে করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা এই:

(এক) সাহাবী আনাস রাঃ র শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র হুমাইদই এই اسمر এর রিওয়ায়াৎ করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার অপর শিষ্যগণ ঐ স্থলে ازهر اللون (উজ্জল বর্ণ Bright colour) রিওয়ায়াৎ করেন। তাহা ছাড়া, আরো পনেরো জন সাহাবী হইতে যে সব হাদীস পাওয়া যায় তাহার কোনটিতেই اسمر বলা হয় নাই। ঐ সকল হাদীসে তাঁহার বর্ণ মোটামুটিভাবে ابيض বা 'গৌর' বলা হইয়াছে। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী) স্পষ্টভাবে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, এই হাদীসটি সহীহ হইতে পারে না।

কিন্তু ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে তাঁহার জামি' গ্রন্থে 'হাসান সাহীহ' বলিয়া মন্তব্য করার কারণে অপর মুহাদ্দিসগণ এই দুই হাদীসের সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া বলেন:

(দুই) তাঁহার বর্ণ মোটামুটিভাবে اسمر বা বাদামী ছিল; বিশেষভাবে ادم বা গাঢ় বাদামী ছিল না।

(তিন) ادم ও اسمر মোটামুটিভাবে এক অর্থবোধক হইলেও বিশেষ ও সূক্ষ্ম অর্থে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। লাল রংয়ের সহিত অল্প সাদা রং মিশ্রিত করিলে যে রং হয় তাহা হইতেছে ادم; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর শরীরের রং এইরূপ ছিল না। পক্ষান্তরে, সাদা রংয়ের সহিত সামান্য লাল রং মিশ্রিত করিলে যে রং হয় তাহা হইতেছে اسمر রং; তাঁহার শরীরের বর্ণ এইরূপ ছিল। এই প্রসঙ্গে ৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

يتكفأ—৫ নং হাদীসে 'তাকাফফাআ' (تكفأ) অতীত কালের শব্দ রহিয়াছে। অংশটির ব্যাখ্যা এই যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখনই হাঁটিতেন দ্রুতপদে হাঁটিতেন এবং পদদ্বয় দৃঢ়ভাবে উঠাইতেন ও দৃঢ়ভাবে রাখিতেন। ফলে, তাঁহাকে অনবরত সম্মুখ

www.ahlehadeethbd.org

(٣) حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحق قال سمعت البراء ابن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد

(৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার—'ইহা বলিয়া তিনি আল্‌'আব্‌দীকে বুঝান', তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফার (গুন্‌দুর নামে খ্যাত), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান শু'বাহ্‌, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন 'আবূ ইস্‌হাক হইতে, তিনি বলেন আমি বারা' ইব্‌ন 'আযিব রাঃ কে বলিতে শুনিয়াছি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মধ্যম উচ্চতা-বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের উভয় প্রান্তের

দিকে ঝুঁকিয়াই চলিতে হইত। তিনি ধীরে ধীরে পা হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়াও চলিতেন না এবং একেবারে সোজা সটান হইয়া তক্তার মত হইয়াও চলিতেন না। বরং সামনের দিকে কোমর ঝাঁকা হইয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া হাঁটিতেন।

৩। **ইহা বলিয়া তিনি আল্‌-আব্‌দীকে বুঝান—** এইরূপ উক্তি নিম্নতন রাবীর পক্ষে বলাই সঙ্গত হয়। এই কারণে এই উক্তিটি ইমাম তিরমিযীর বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'আমি…বুঝাই' বলাই সঙ্গত ছিল। সে কালে 'নুক্‌তা' দেওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত না বলিয়া কেহ কেহ বলেন যে, **يعنى** সম্ভবতঃ **نعنى** (আমরা বুঝাই) ছিল। কিন্তু ঐরূপ রিওয়ায়াৎ কোন প্রতিলিপিতেই পাওয়া যায় না বলিয়া উহা গ্রহণ করা যায় না। অলঙ্কার শাস্ত্রের ইমাম সাক্‌কাকীর নীতি অনুযায়ী ইহাকে 'ইল্‌তিফাৎ' (**التفات**) অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে; অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী নিজেকে 'আমি' না বলিয়া 'সে' বলিয়া বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহা ইমাম তিরমিযীর শিষ্যের উক্তি। ইমাম তিরমিযী কেবলমাত্র 'মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার'ই বলেন। তারপর তাঁহার শিষ্য মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার এর পরিচয় দিতে গিয়া বলেন, 'ইমাম তিরমিযী ইহা বলিয়া আল্‌-আব্‌দীকে বুঝান'।

'আব্‌দী' বলিয়া 'আবদুল কায়স গোত্রীয়' বুঝানো হইয়াছে।

"আবূ ইস্‌হাক"—ইহা উপনাম; আর এই উপনামে একাধিক লোকের ছিল বলিয়া ঐ রাবীর পূর্ণ পরিচয় উল্লেখ না করার জন্য ইমাম তিরমিযীর ত্রুটি ধরা হয়। তাঁহার পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হয় যে, তিনি যেখানে আবূ ইস্‌হাক সম্পর্কে আর কোন পরিচয়ের উল্লেখ করেন নাই সেখানেই তিনি আবূ ইস্‌হাক বলিয়া 'আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আস্‌-সুবায়'ঈ'কে বুঝান। তিনি আবূ ইসহাক শায়বানী ও আবূ ইস্‌হাক ফাযারী হইতেও হাদীস রিওয়ায়াৎ করেন এবং সেখানে শায়বানী ও ফাযারী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ৫০২ পৃষ্ঠায় এবং সহীহ মুসলিম ২। ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

رجلا—এই শব্দটি সকল রিওয়ায়াতেই 'রাজুলান' পঠিত হয় এবং ইহার অর্থ 'সাবালক পুরুষ লোক' করা হয়। কিন্তু এই হাদীসের বর্ণনাকারী বারা' ছাড়া অপর কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সম্পর্কে 'লোক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বলিয়া কোন সাহাবীর পক্ষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সম্পর্কে

www.ahlehadeethbd.org

মধ্যবর্তী অংশ সাধারনের তুলনায় কিছু দূরবর্তী অর্থাৎ প্রশস্ত ছিল। তাঁহার স্কন্ধদেশ-বিলম্বিত কেশ-পাশ কর্ণমূল পর্যন্ত বেশ ঘন ছিল। তাঁহার পরণে একটি লাল লুঙ্গি ও একটি লাল চাদর ছিল। তাঁহার চেয়ে সুন্দরতর আমি কোন কিছুই দেখি নাই। (৩৪১ এর পাতায় দেখুন)

'লোক' শব্দের ব্যবহারকে কেহ কেহ ভাবপ্রবণতাবশতঃ বেআদবী জ্ঞানে এখানে 'রাজুল' শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ 'লোক' না করিয়া অর্থ করেন 'স্বল্প কুঞ্চিত কেশদাম বিশিষ্ট'। কিন্তু এই অর্থ অনুষঙ্গের সহিত সামঞ্জস্যহীন বিধায় কষ্টকল্পিত ও অস্বাভাবিক। কারণ ঐ অর্থ যদি উদ্দিষ্ট হইত তাহা হইলে ঐ শব্দটি عظيم الجمة এর অব্যবহিত পূর্বে আনা হইত।

(ربعة এর সমার্থবোধক) مربوعا—মধ্যম উচ্চতা বিশিষ্ট।

بعيد—ইহা দুইভাবে পঠিত হয় (এক) 'বা'ঈদ' বা দূরবর্তী; (দুই) 'বু'আইদ' বা অল্প দূরবর্তী।

المنكبين—বাহু ও কাঁধের সংযোগস্থলকে منكب বলা হয়। কাজেই অংশটির ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এইরূপ : রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর এক বাহু ও কাঁধের সংযোগস্থল হইতে অপর বাহু ও কাঁধের সংযোগস্থলের দূরত্ব সাধারণ লোকের তুলনায় কিছু বেশী ছিল। ফলে, তাঁহার বক্ষস্থলও সাধারণের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ছিল।

الجمة، اللمة، الوفرة—আল-জুম্মাহ, আল-লিম্মাহ ও আল অফরাহ এই শব্দগুলি মাথার চুলের বিভিন্ন দৈর্ঘ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাথার কেশদাম দীর্ঘ হইয়া কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিলে উহাকে বলা হয় 'জুম্মাহ'।

মাথার কেশদাম ঘাড়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌঁছিলে তাহাকে বলা হয় 'লিম্মাহ' এবং মাথার কেশদাম কর্ণমুল পর্যন্ত পৌঁছিলে তাহাকে বলা হয় 'অফ্‌রাহ'।

مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى

شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ •

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কেশদাম সাধারণতঃ তাঁহার কাঁধ পর্যন্ত বিলম্বিত হইলে তিনি উহা কর্ণমূল পর্যন্ত রাখিয়া কাটিয়া ফেলিতেন। কাজেই তাঁহার কেশদাম কখনো কর্ণমূল পর্যন্ত, তারপর বাড়িতে বাড়িতে কখনো ঘাড়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত এবং আরো বাড়িতে বাড়িতে কখনো উভয় কাঁধে গিয়া পড়িত। ইহার বিস্তারিত বিবরণ 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কেশদাম' (তৃতীয়) অধ্যায়ে রহিয়াছে।

حلة—এক প্রস্ত পোষাক। সেকালে চাদর ও লুঙ্গি মিলিয়া এক প্রস্ত পোষাক হইত বলিয়া ইহার অর্থ করা হয় একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি।

حلة حمراء—লাল চাদর ও লাল লুঙ্গি।

পুরুষ লোকের পক্ষে লাল রংয়ের পোষাক পরিধানের বৈধতা সম্পর্কে মতভেদ পাওয়া যায়। শাফি'ঈ ও মালিকীদের মতে উহা জায়িয কিন্তু হানাফীদের মতে উহা নাজায়িয। যাহারা উহা জায়িয বলেন তাঁহারা এই হাদীস ও এই মর্মের অপর হাদীসগুলিকে ভিত্তি করিয়া বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যেহেতু স্বয়ং লাল লুঙ্গি ও লাল চাদর পরিধান করিতেন কাজেই পুরুষ লোকের পক্ষে লাল রংয়ের পোষাক পরিধান করিতে কোনই বাধা থাকিতে পারে না। তাঁহারা আরো বলেন যে, পুরুষের পক্ষে লাল পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে যে সব হাদীস পাওয়া যায় তাহার কোনটিই সহীহ নয় বলিয়া এই হাদীসের এবং ইহার অনুরূপ হাদীসগুলির প্রকাশ্য অর্থ ত্যাগ করা চলে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রক্ষান্তরে, পুরুষের পক্ষে লাল পোষাক পরিধান করাকে যাহারা নাজায়িয বলেন তাঁহাদের মধ্য হইতে ইমাম ইব্নুল-কাইয়িম (মৃঃ ৭৫১ হিঃ) বলেন যে, সেকালে যে সব 'হুল্লাহ্' য়ামান অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া মদীনায় আমদানী হইত সেগুলি এক রঙ্গা চাদর বা লুঙ্গি ছিল না—সেগুলি ছিল বিভিন্ন রংয়ের ডোরাদার লুঙ্গি এবং ডোরাদার চাদর। বিভিন্ন রংয়ের ডোরা হইতে পার্থক্য করিবার জন্যই সাহাবী 'লাল' শব্দটি ব্যবহার করেন। কারণ একরঙ্গা চাদর বা লুঙ্গি য়ামান হইতে মোটেই আমদানী হইত না বলিয়া 'হুল্লাহ'-এর বিশেষণ রূপে 'লাল' শব্দ ব্যবহারে কোন ভুল বুঝার অবকাশই ছিল না। কাজেই এই হাদীস হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাহি অ সাল্লাম লাল ডোরাদার পোষাক পরিধান করিয়াছেন বলিয়া পুরুষের পক্ষে লাল ডোরাদার পোষাক পরিধান করা জায়িয হইবে। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় না; বিশেষতঃ, এই হাদীস দ্বারা পুরুষের পক্ষে এক রঙ্গা লাল পোষাক পরিধান করার বৈধতা মোটেই প্রমাণিত হয় না।

পুরুষের পক্ষে লাল পোষাক পরিধানকে যাঁহারা না-জায়িয বলেন তাঁহাদের এবং ইমাম ইব্নুল-কাইয়িম এর অপর একটি যুক্তি এই যে, সাহীহ হাদীসে 'উস্ফুর' (عصفر) দ্বারা রঞ্জিত পোষাক পরিতে পুরুষ লোককে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হইয়াছে—আর উস্ফুর দ্বারা রঞ্জিত পোষাক প্রায় লাল রংয়েরই হইয়া থাকে। কাজেই লাল রংয়ে রঞ্জিত পোষাক পরা পুরুষের পক্ষে জায়িয হইতে পারে না। হিজরী ত্রয়োদশ শতকের মুহাদ্দিস আল্লামা শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ) শাফি'ঈদের মত সমর্থন করিয়া ইব্নুল কাইয়িমের জোর প্রতিবাদ করেন। আল্লামা শাওকানী এবং তাঁহার মতের সমর্থকদের যুক্তির সারমর্ম এই যে, হাদীসে যেহেতু 'লাল হুল্লাহ' বলা হইয়াছে কাজেই উহার অর্থ 'একরঙ্গা লাল পোষাকই' হইবে—'লাল ডোরাযুক্ত' অর্থ করা চলিবে না। ইহার জওয়াব পূর্বে দেওয়া হইয়াছে এবং ইন্শা আল্লাহ পরেও দেওয়া হইতেছে।

ইমাম ইব্ন হাজার এই মাস্আলা সম্পর্কে আলিমদের আটটি বিভিন্ন মত উল্লেখ করেন। জামি' তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহ্ফা' গ্রন্থে এইসব আলোচনার পরে গ্রন্থকার বলেন যে, তাঁহার মতে পুরুষ লোকের পক্ষে কেবলমাত্র 'উস্ফুর' রংয়ে রঙানো পোষাক পরিধানই নাজায়িয হইবে। তাহা ছাড়া পুরুষ লোকের পক্ষে অপর যে কোন রংয়ে রঙানো পোষাক পরিধান করা জায়িয হইবে।

আহকার অনুবাদকের মতে ইমাম ইব্নুল কাইয়িমের মতই সর্বাধিক সঙ্গত। প্রথমতঃ ইমাম শাওকানী তাঁহার যে প্রতিবাদ করেন তাহার জওয়াব এই যে, লাল ডোরা থাকার কারণে কাপড়কে লাল বলা মোটেই কষ্টকল্পিত ও অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়তঃ **উসফুর উপাদানের** কারণে উহা দ্বারা রঞ্জিত পোষাক পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় অথবা উহার ঐ **বিশেষ** বর্ণের জন্য উহা দ্বারা রঞ্জিত পোষাক নিষিদ্ধ হয় তাহাও বিবেচনার যোগ্য। অনুসন্ধান করিলে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, উসফুর বস্তুটির মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহার কারণে **ঐ বস্তু দ্বারাই** রঞ্জিত পোষাক পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। বরং মূল কারণ হইতেছে উসফুরের ঐ **বিশেষ রং** যে রংয়ের জন্য উহা দ্বারা রঞ্জিত পোষাক পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। কাজেই যে কোন বস্তু দ্বারা ঐ রং হইতে পারে সেই রং দ্বারা রঞ্জিত পোষাকই পুরুষদের পক্ষে না জায়িয হইবে। অধিকন্তু বর্তমান যুগে উসফুর, যাফ্রান ইত্যাদি কোন স্থূল পদার্থ দ্বারা কোন কিছুই রঙানো হয় না। সব রঙই এখন রাসায়নিক। এমত অবস্থায় স্থূল পদার্থের কথা ছাড়িয়া দিয়া রংই বিচার্য হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি রংয়ে রঙানো পোষাকেরও উল্লেখ করিতে হয় তাহা হইতেছে **'যাফরান'** রংয়ে রঙানো পোষাক। সাহীহ মুসলিম গ্রন্থের ২।১৯৩ পৃষ্ঠায় 'উসফুর রংয়ে রঙানো পোষাক' অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় ইমাম নাওয়াবী বলেন, ইমাম বায়হাকী তাঁহার معرفة السنن গ্রন্থে লিখেন যে, পুরুষের পক্ষে যাফরান রংয়ে রঙানো পোষাক নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ হাদীস

(৩৪১-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী ॥

বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচিবিপর্য্যয়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

স্বয়ং মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাবের লিখিত গ্রন্থ তাঁহার প্রচারিত মতবাদের জ্বলন্ত সাক্ষ্য। তাঁহার—

كتاب التوحيد، اصول الايمان، فضل الاسلام، كتاب الكبائر، نصيحة المسلمين، كشف الشبهات، الانصاف، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، مفيد المستفيد، آداب المشى، تفسير سورة الفاتحة، تفسير آيات القرآن، مجموع الحديث على ابواب الفقه، خلاصة زاد المعاد، مختصر الشرح الكبير، مختصر فتاوى ابن تيمية •

—ভারত বর্ষের মুদ্রিত প্রভৃতি গ্রন্থ আরবেও প্রকাশিত হইয়াছে।(১) যাঁহারা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ পান নাই, তাহারাই ওয়াহ্হাবী মতবাদের কঠোরতা সম্বন্ধে নানাবিধ কেচ্ছা-কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। দুররুল মোখতারের টীকা 'রাদ্দুল মোহতার' নামক হানাফী ফেকাহ গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা এবনুল আবেদীন এই দলের অন্যতম। তিনি আপন গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বিদ্রোহীদিগের অধ্যায়ে খারেজীদিগের গণনা সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "যেরূপ আমাদের যুগে আবদুল ওয়াহ্হাবের

(১) ১৩৩৯ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রদীপে' আব্দুল কাদির নামক জনৈক লেখক 'ওহাবী বিদ্রোহ' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের রচনা বলিয়া 'তৌহিদোৎ তকদিছ' ও 'এন্তেছার' নামক দুইখানি পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছেন, আর সেই প্রসঙ্গে মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাবকে ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অথচ প্রথমোক্ত নামের কোন গ্রন্থ আকাশের নিম্নে কেহ রচনা করে নাই; করিতে পারে না। 'তৌহিছ' শব্দ অভিধান বহির্ভূত ও ব্যাকরণ দুষ্ট। অবশ্য এরাকের অধিবাসী দাউদ বিনে জরজিছ নামক আলেম নজদীদিগের বিরুদ্ধে যে দুইখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে নজদের বিখ্যাত আলেম শেখ আবদুল্লাহ বিনে আবদুর রহমান 'তাছিছুত্তাক্দিছ' ও 'আল্ এন্তেছার' নামে দুইখণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের সহিত আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের কোনই সম্পর্ক নাই। উক্ত এরাকী আলেম 'ছোলহুল এখ্ওয়ান' নামে অপর এক-খানি সন্ধিপত্র রচনা করেন। তদুত্তরে মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের পৌত্র শেখ আবদুর রহমানের পুত্র আল্লামা আব্দুল লতিফ 'মিন্হাজু-ত্তাছিছে ওয়াত্তাক্দিছ' নামক ৩ শত দশ পৃষ্ঠার এক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করেন। বাগদাদের জনৈক বিখ্যাত আলেম উক্ত গ্রন্থের উপসংহারের ভাগ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত সমুদয় পুস্তক বোম্বাই নগরে মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের মৃত্যুর আনুমানিক সত্তর বৎসর পর মুদ্রিত হয়। 'প্রদীপের' উক্ত নিবন্ধে এইরূপ এবং ইহা অপেক্ষা আরও অনেক গুরুতর প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। এরূপ বিড়ম্বনার কারণ পরের মুখে ঝাল খাওয়া এবং ব্যুৎপত্তি ও ধৈর্য্যের অভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্তমান সময়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে Islamic Subject—এর গবেষণার ধারণাটাই সাধারণতঃ এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে—এলম বিহীন ফতওয়া ও গবেষণা বিহীন রচনা আমাদের যুগ-মাহাত্ম্য!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুচররা নজদ হইতে বাহির হইয়া মক্কা ও মদীনার উপর চড়াও করিয়াছে, তাহারা নিজেদিগকে হাম্বলী মজহবের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রচার করিলেও বস্তুতঃ তাহারা একমাত্র আপনাদিগকেই মুসলমান বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের সহিত যাহাদের মিল নাই, তাহাদিগকে মোশরেক বলিয়া বিশ্বাস করে; এইভাবে তাহারা আহলে ছুন্নতগণকে ও তাহাদের আলেমদিগকে হত্যা করা হালাল জানে।"

এবনে সাবেদিনের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেম পর্যন্ত যে কি ভাবে Anti-Wahhabi প্রচারের কবলে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ওয়াহ্হাবী মতবাদ দূরের কথা, ওয়াহ্হাবী মতবাদের সংস্থাপকের প্রকৃত নামটাও তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, স্বয়ং মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাবের লিখিত দুই খানি পত্রের পূর্ণ অনুবাদ আমি পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি। ওয়াহ্হাবী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত প্রধানতম অভিযোগ এবং তাহার পরমত-অসহিষ্ণুতার প্রকৃত অবস্থা কি, আশা করি, তাহা মীমাংসা করা অতঃপর কঠিন হইবে না। মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব মেসোপটেমিয়ায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেম আবদুর রহমান বিনে আবদুল্লাহ ছোয়েদীকে লিখিয়াছিলেন:

"আলহাম্দো লিল্লাহ্, আমি ছলফে ছালেহিনদিগের অনুগামী, বেদআতী নই; যে ধর্ম্ম আহলে ছুন্নত সম্প্রদায় অর্থাৎ মহামতি এমাম চতুষ্টয় এবং তাঁহাদের প্রকৃত অনুসরণকারীগণ পালন করিতেন, আমি সেই ধর্ম্মই প্রতিপালন করিয়া থাকি। আমি মানুষদিগকে 'তওহিদ' শিক্ষা দিয়াছি, মৃত ওলী ও সাধু ব্যক্তিদিগকে বিপদের সময়ে আহ্বান করিতে নিষেধ করিয়াছি। তাঁহাদের কবরের উপর নজর, নেয়াজ দিতে ও কবরকে ছেজদা করিতে বাধা দিয়াছি, কারণ উক্ত সমুদয় কার্য্য আল্লার জন্য সুনির্দিষ্ট,—কোন নবী বা ফেরেশতার উক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইবার অধিকার নাই। সকল পয়গম্বর সৃষ্টিযুগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই শিক্ষাই জগতে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। আহলে ছুন্নৎগণও এই মতের উপর কায়েম আছেন। 'উম্মতে মোহম্মেদা'র মধ্যে সর্বপ্রথম রাফেজীগণ শের্ক টানিয়া আনে, তাহারা হযরত আলীকে 'বিপত্তারণ'—হাল্লুল-মুশকেলাৎ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। আমি যেস্থানে বাস করি, তাহার অধিবাসীবৃন্দ আমার কথা মান্য করিয়া থাকে—কতিপয় নরপাল ইহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। আমি আমার অনুসারীদিগকে আদেশ করিয়াছি, যাহাতে তাহারা পাঁচবার জামায়াতের সহিত নামায পড়ে, জাকাৎ প্রভৃতি ফরজ কার্য্য সমাধা করে, সকল প্রকার দুশ্চরিত্রতা ও পাপকার্য্য হইতে দূরে থাকে, মাদকদ্রব্যের সেবন পরিহার করে, কপটতাকে ঘৃণা করিতে শিখে। আমার এই সকল আদেশের বিরুদ্ধে দেশের প্রধান ব্যক্তিবর্গ কিছু বলার সুযোগ না পাওয়ায় আমার তওহীদ শিক্ষার নানারূপ কদর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও অশেষ প্রকার মিথ্যা কথা রচনা করিয়া আমার দুর্নাম রটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, আমি নাকি আমার অনুগামীগণ ব্যতীত অন্য সকল মুছলমানকে কাফের বলিয়া থাকি এবং তাহাদের বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া প্রচার করি। আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি যে, একজন মুছলমান এরূপ কথা যে উচ্চারণ করিতে পারে, কোন্ প্রকৃতিস্থ মানুষ তাহা বিশ্বাস করিবে?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি আল্লাহকে সাক্ষী মানিয়া এই কদর্য্য উক্তি সম্পর্কে আমার নির্লিপ্ততা ঘোষণা করিতেছি। যাহার মস্তিষ্কবিকৃত হইয়াছে, কেবলমাত্র সে-ই এরূপ কথা বলিতে পারে। স্বার্থপরের দল হইতে খোদা আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাহারা ইহাও প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, 'ক্ষমতা থাকিলে আমি নাকি রছুলে করিমের (দঃ) পবিত্র মাজারের কোব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম। 'দালায়েলুস খায়রাত' নামক ওজিফা পুস্তক পোড়াইয়া ফেলা বা রছুলে মকবুলের (দঃ) উপর দরুদ পাঠ নিষেধ করার অভিযোগ একদম মিথ্যা। কিন্তু সমুদয় মিথ্যাচার, অন্যায় দোষারোপ—এমনকি, ইহা অপেক্ষা কঠিন অত্যাচার সত্ত্বেও মুছলমানের পক্ষে আল্লাহর গ্রন্থের উপর ঈমান আনা এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত আদর্শকে বরণ করা ও তাহার সাহায্য ও সহায়তাকল্পে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, কিংবা রছুলের (দঃ) উপর কটূক্তি বর্ষণ করে, রছুলের (দঃ) আদর্শের অনুসরণ করিতে অন্যকে বাধা দেয়, আমি কেবলমাত্র তাহাদিগকেই কাফের বলিয়া জানি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ উম্মতের অধিকাংশই এরূপ নহেন।

"আমরা আমাদের প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য তরবারী ধারণ করিয়াছি। আমরা কখনও যুদ্ধ অগ্রণী হই নাই, তবে আমাদের সহিত গায়ে পড়িয়া কেহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমরা আত্মরক্ষা করা জায়েজ বলিয়া বিশ্বাস করি।"

আর একখানি পত্রে মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্হাব কেসীমের আলিমদিগকে লিখিয়াছিলেনঃ

"আমি আল্লাহকে সাক্ষী মান্য করিয়া বলিতেছি যে, আহলে ছুন্নত ওয়াল জামাআৎগণ যে সকল আকিদা পোষণ করিয়া থাকেন আমি তাহাই পালন করিয়া থাকি—অর্থাৎ আল্লাহ, ফেরেশ্তা, আল্লাহর গ্রন্থ, রছুল, পুনরুজ্জীবন ও তকদীরের উপর ঈমান রাখি; আল্লাহর গুণাবলী যেরূপ কোরআন ও হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পরোক্ষ ব্যাখ্যা না করিয়া তাহা যথাযথভাবে স্বীকার করি। আল্লাহর নির্গুণ হওয়া স্বীকার করি না এবং সৃষ্ট বস্তু সমূহের সহিত তাঁহার গুণাবলীর তুলনাও করি না। কোরআন সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে, উহা আল্লাহর বাণী, অনাদি; আল্লাহ কোরআনকে তদীয় দাস মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহর অভিপ্রায় এবং জীবের কর্মফলের বহির্ভূত কিছুই নাই। সমস্ত কার্য আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার তকদীরের (নির্দ্ধারণের) সীমা কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। মৃত্যুর পর-পারের যে সকল বিষয়ের সংবাদ রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়াছেন—অর্থাৎ কবরের সুখ ও শাস্তি, আত্মার প্রত্যর্পণ, পুনরুজ্জীবন, বিচার, বেহেশ্ত, দোজখ প্রভৃতি বিষয়কে সত্য জানি। নবীয়ে করিমের (দঃ) শাফাআতের উপর ইমান রাখি। তিনি সর্বপ্রথম শাফাআৎ করিবেন। যাহারা শাফাআৎ অস্বীকার করে, তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট ও বেদ্আতী বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু সকল প্রকার শাফাআত আল্লার অনুমতি ও অভিপ্রায়ানুসারে অনুষ্ঠিত হইবে এবং মোশরেকদিগের পক্ষে কোন শাফাআৎ উপকারী হইবে না। ইহা মান্য করিয়া থাকি যে, মোমেনগণ পরকালে তাহাদের প্রভুর সন্দর্শন উপভোগ করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে শেষ নবী বলিয়া মানি। তাঁহার পয়গম্বরী বিশ্বাস না করা পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে মোছলমান বলিয়া স্বীকার করি না। উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবুবকর ছিদ্দীক। তারপর পর্য্যায়ক্রমে ওমর ফারুক, ওছমান গণি, আলি মূর্তজা—অতঃপর সুসংবাদিত ১০ দশ জনের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের পর বদরীগণ, অতঃপর অন্য সকল ছাহাবা।

রছুলের সমুদয় ছাহাবাকে ভক্তি করি—তাঁহাদের গুণকীর্তন করিয়া থাকি, তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনায় নিবৃত্ত থাকি এবং তাঁহাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর ওলিদিগের অলৌকিক ক্ষমতা, কারামৎ ও তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি বা কশ্ফের কথা স্বীকার করি। কিন্তু প্রভুত্ব ও পূজার কোন অধিকার তাঁহাদের কাহারও জন্য স্বীকার করি না। কোন মুছলমানকে নিশ্চিতরূপে বেহেশতী বা দোজখী বলিয়া নির্দেশিত করিতে পারি না। অবশ্য সাধু ব্যক্তিদিগের জন্য মুক্তির আশা রাখি, আর দুশ্চরিত্রদিগের জন্য দণ্ডের ভয় করি। কোন মুছলমানকে কাফের বলি না এবং তাহাদের কাহাকেও এছলামের বহির্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করি না। জেহাদ ও জামাআতের নামাজ প্রত্যেক এমামের অধীনে—সে সাধু হউক আর অসাধু হউক—আমার বিবেচনায় জায়েজ। আর দাজ্জালের পতনকাল পর্য্যন্ত তরবারীর সংগ্রামের ব্যবস্থা বলবৎ ও পূর্বের ন্যায় ফরজ। যতক্ষণ পর্যান্ত পাপের জন্য আদেশ করিবেন না, ততক্ষণ মুছলমান নেতৃবর্গের আদেশ প্রতিপালন করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া জানি। বলপূর্বকও যদি কেহ খেলাফতের ট্রাষ্টি হইয়া বসে—তরবারীর সাহায্যে হইলেও, আর জনসাধারণ যদি তাহার খেলাফতে একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই খলিফা বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার আদেশ প্রতিপালন করা ওয়াজেব। আমি বেদআতিদিগের সহিত সম্পর্ক না রাখার কার্য্যকে পছন্দ করি—যতক্ষণ না তাহারা তওবা করে।

বিশ্বাস, স্বীকার আর অনুষ্ঠান—তিনটিকেই আমি ঈমানের অঙ্গীভূত বলিয়া জানি। সদানুষ্ঠান দ্বারা ঈমানের বৃদ্ধি ও পাপের সাহায্যে তাহার ক্ষয় সাধিত হওয়াকে সত্য বলিয়া জানি। ঈমানের সত্তঃটীরও অধিক শাখা প্রশাখা আছে, তন্মধ্যে তওহিদম ত্রর স্বীকারোক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর পথের অসুবিধা দূর করা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। শরীআতের ব্যবস্থানুসারে ন্যায়ের জন্য আদেশ করা ও অন্যায় হইতে নিষেধ করার কার্য্যকে ওয়াজেব জানি।

'আমার বিরুদ্ধে এবনে ছহীম প্রচার করিয়াছে, আমি নাকি মজহাব চতুষ্টয়ের গ্রন্থসমূহকে বাতেল বলিয়া জানি ও ছয়শত বৎসর হইতে মুছলমানগণ গুমরাহির ভিতরে আছে এইরূপ কথা বলিয়া থাকি, আর আমার পূর্ববর্তী কোন এমাম মোজতাহেদকেই নাকি গ্রাহ্য করি না, আলেমদিগের মতভেদকে রহমতের পরিবর্তে গযব বলিয়া থাকি। যাহারা সাধু সজ্জনদিগের ওছিলা ধরিয়া থাকেন তাহাদিগকে এবং 'কাছিদায় বোর্দার' রচয়িতা বুছিরীকে তাহার কবিতায় 'হে একরামুল খল্ক' বলিয়া রছুল (দঃ) কিংবা পিতামাতার কবর জেয়ারত করাকে হারাম বলি, গায়েরুল্লাহর নামে যাহারা শপথ করে, তাহাদিগকে এবং এবনুল ফারেজ ও এবনে আরাবীকে কাফের জানি, কিংবা দালায়েলুল খায়রাতকে পোড়াইয়া ফেলি, 'রওজুর রায়াহিন' পুস্তককে 'রওজুশ শায়াতীন' নামে

www.ahlehadeethbd.org

মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী
অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ

কম্যুনিজম ও ইসলাম

[বর্তমান যুগের সবচাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে পেট-সমস্যা তথা পেটের দাবী খাদ্য সমস্যা। সামান্য উদরটি আর তার পাকস্থলী যেন গোটা বিশ্ব এবং তার ধর্মীয় ও নৈতিক পরিমণ্ডলকে নিজের আবেষ্টনীর মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে। সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর নামগুলো দ্বারা তাকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সমস্যা যে শুধু পূর্বাবস্থাতেই বিরাজ করছে তাই নয়, বরং দৈনন্দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে। একদিকে পশ্চিমের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দৈত্যটি মানবতাকে গ্রাস করে চলেছে, অপরদিকে প্রাচ্যের সাম্যবাদ তার আসল রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে—এ যে সমতার মুখোসে শ্রেণী বিশেষের পুঁজিবাদ, জবরদস্তী প্রভাব-বিস্তার ও ঔপনিবেশিকতাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাম্যবাদ হচ্ছে ইউরোপের অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রার একটি প্রতিক্রিয়া। কিন্তু শ্বাসরুদ্ধকারী সাম্যবাদের পাল্টা প্রতিক্রিয়া কত শক্ত ও ভয়াবহ তা নিরূপণ এরূপ দুঃসাধ্য। ইসলামের সমন্বয়সাধক জীবন ব্যবস্থা ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা সম্পর্কে যাদের দৃষ্টিতে গভীরতা নাই, অথবা যারা নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও অসুস্থ রুচির কল্যাণে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহবাদিতা এবং অনভিজ্ঞতার শিকারে নিপতিত, তাদের দৃষ্টিগুলোও এখন এসব অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রার দিকে পড়ছে। সুস্থ বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে দৃষ্টিগুলোতে যে আবরণ পড়ে গেছে তার ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে তাদের কেও কেও পশ্চিমের পুঁজিবাদকেই ইসলাম বলে বুঝতে শুরু করেছে। আবার তাদের কেও কেও কম্যুনিজমকে ইসলামের জীবনযাত্রার প্রয়োজনগুলোর পূর্ণতা বলে মনে করে চলেছে। বর্তমানে যখন পাকিস্তান ও ইসলামী জগতের বিভিন্ন অংশে সমাজবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ প্রভৃতি কাফিরানা জীবনযাত্রাগুলোকে ইসলাম-সম্মত করার অপচেষ্টা চলছে, তখন এহেন সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আমরা পাঠকদের সামনে 'জীবন যাত্রা' সম্পর্কিত খাঁটি ইসলামের সমন্বয়ধর্মী মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরা আবশ্যক মনে করছি। এ উদ্দেশ্যে হযরত আল্লামা মওলানা শামসুল হক আফগানী সাহেবের একটি সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ—উর্দু মাসিক আল-হকে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা উহার প্রথমাংশের অনুবাদ তর্জুমানের পাঠকদের খিদমতে পেশ করলাম।]

মানব জাতির আদি যুগে জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি লাভের পথ খুবই সহজসাধ্য ছিল। গাছের ফল, জল ও স্থলভাগে শিকার করা জন্তুর গোশ্‌ত, অনাড়ম্বর পোষাক, সাধারণ শিবির ও কুটীর, কাঁচা ঘর এবং কাঠ-চামড়া প্রভৃতির সাধারণ বাসন-পেয়ালার উপরই ছিল

(৩২৮-এর পাতার পর)

অভিহিত করি। এই অভিযোগের একমাত্র উত্তর এই যে :—سبحانك هذا بهتان عظيم আল্লাহ মহিমান্বিত, এ সকল অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন।' তবে আমি অবশ্যই এ-কথা বলিয়া থাকি যে, 'কলেমা তাইয়েবা'র অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত কাহারও এছলাম পূর্ণ হইতে পারে না, আর গায়রুল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্ত নজর মান্নত করা কোফর, আর তদুদ্দেশ্যে কোরবানী করা হারাম। এই মছআলাগুলি সত্য, আমি উহা বলিয়া থাকি—আর আমার এই অভিমত কোরআন ও ছুন্নতের সুদৃঢ় দলিল-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।"—(১)

(১) তারিখে নজ্‌দ ; ৫৫—৫৯ পৃষ্ঠা।

[বাঙ্‌লা একাডেমীর সৌজন্যে 'মাসিক মোহাম্মদী' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাং সংখ্যা হইতে সংকলিত।]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানব-জীবন নির্ভরশীল ; আর এগুলো খুবই সহজ-লভ্য ছিল। এগুলোর জন্য খুব বড় একটা পুঁজি আবশ্যক ছিল না, এজন্য সম্পদপ্রীতি ও লোভ-লালসার খুব বেশী মত্ততারও প্রয়োজন ছিল না, এ ব্যাপারে বিশ্ব জাতিপুঞ্জের পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদের আশংকাও ছিল না, শোষণ ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অপরের দেশ গ্রাস করারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। আদি যুগের এই সহজ সরল জীবন যাপন রীতির পর সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে। এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে বর্ত্তমান যুগে তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, এখন জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির সীমা এতটা প্রশস্ত হয়ে পড়েছে যে, এ যুগের একজন ভদ্রলোকের প্রয়োজনীয় খরচ তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক যুগের একশত জনের প্রয়োজনীয় খরচের সমতুল্য হতে শুরু করেছে। এর প্রতিক্রিয়া এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, সভ্য-জীবনের প্রতিটি ব্যক্তি যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয়নে উঠে পড়ে লেগেছে। এতে করে সহজ-সরল জীবনযাত্রা বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাত্রায় আর মিতব্যয়িতা ও অল্পে দৃষ্টি অপব্যয় ও লোভ লালসায় রূপান্তরিত হয়েছে, পরবর্তীকালে এটাই পুঁজিবাদী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাত্রা কার্য্যতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে প্রকাশ লাভ করেছে : যেমন,

(১) খাদ্য : খাদ্য সামগ্রীতে বিলাসিতা ফুটে উঠেছে এবং বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু প্রস্তুত হয়েছে, বিভিন্ন রূপ বাসন-পেয়ালা আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলো যথা নিয়মে টেবিলে সাজিয়ে রাখার জন্য মোটা বেতনে অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করতে হচ্ছে যার বেতন কোন কোন দেশে মাসিক পাঁচ হাজারে উঠেছে, আর এ বেতন ভূতপূর্ব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের বেতনের সমতুল্য।

(২) পানীয় : বিলাসিতা পানীয় বস্তুগুলোর সীমানা প্রশস্ত করে দিয়েছে এবং শরাব ছাড়াও শত শত রকমের বোতল ব্যবহৃত হতে চলেছে, আর মদ্যপান সীমাতিরিক্ত বেড়ে গেছে।

আমেরিকায় কেবলমাত্র মদ্যপানেই বছরে ৯ শত ১৫ কোটি ডলার খরচ হচ্ছে। [দেখুন, নিউ-ইয়র্কের সরকারী রিপোর্ট—কোয়েটা থেকে প্রকাশিত 'মীযান' : ১৬ই জুলাই, ১৯৫২ ইং।]

রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসবে ৩৪ কোটি টাকার শরাব ব্যয় হয়েছে। (দেখুন, 'ইনরোজ' ৩রা জুন, ১৯৫৩ ইং) সাধারণতঃ ইংলণ্ডে মদ্যপানেই বার্ষিক ৪ শত ৭৪ কোটি টাকা খরচ হয়। [সাচ্ : ৩রা মে, ১৯৩৭ ইং।]

(৩) পোষাক-পরিচ্ছদ : আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে নারী-পুরুষদের পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি আকর্ষণ এতটা বেড়েছে যে, মানুষ ও কুকুর ছাড়া প্রাণহীন দেওয়ালগুলোরও মূল্যবান কাপড় দ্বারা সাজানো হচ্ছে এবং এ কে সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করা হচ্ছে। পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াই ইংলণ্ডে নারীদের শুধুমাত্র প্রসাধনী দ্রব্যেই বার্ষিক ৬ কোটি ১৮ লাখ পাউণ্ড ব্যয় হয়। (আঞ্জাম : ৩রা আগষ্ট, ১৯৫৮ ইং) আমেরিকায় কুকুরের কম্বল ও অন্যান্য ভাবে বছরে ৫২ কোটি ৫০ লাখ ডলার খরচ হয়। (নাকাদ : লাহোর, জুলাই, ১৯৫৩ ইং) বিলেতে বছরে ১ শত ৫২ কোটি পাউণ্ড বিলাসিতায় খরচ হয়। (জমিদার : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ইং)।

(৪) বাসস্থান ও অস্বাভাবিক জীবনযাপনের উপকরণ : পুঁজিবাদীরা প্রবৃত্তিপরায়ণতায় এমন সব অট্টালিকা প্রস্তুত করছে আর তাতে এত বেশী সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে যা জনসংখ্যার একটা বড় অংশের জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে যথেষ্ট হতে

www.ahlehadeethbd.org

পারত। এ ছাড়া পুঁজিবাদীরা নিজেদের প্রবৃত্তি মিটাতে গিয়ে ব্যাভিচারের দালালী ও নৃত্য গীতির এমন সব ব্যবসা উদ্ভাবন করেছে যাতে নারীদের একটা বড় অংশকে পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম থেকে নির্লিপ্ত করে তাদের স্বভাব বহির্ভূত ও নীতি বিগর্হিত ব্যবসাগুলোতে লাগানো হচ্ছে। বরং পুঁজিবাদীদের অধিক মনোরঞ্জনের খাতিরে গল্প লেখা, কৌতুক অভিনয় এবং সিনেমার লজ্জাহীন ছায়া-ছবির আবিষ্কার ঘটেছে। এমনকি মুসলমানরাও তার নকল করতে পারাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করছে যা দেখে মরহুম আল্লামা ইকবালকে বলতে হয়েছিল :

وهی بت فروشی وهی بت گری ہے
سینما ہے یا صنعت آزری ہے
وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا
یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے

বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা চার্লি চাপলিনের আয় বিশ্বের যে কোন দেশের প্রধান মন্ত্রীদের আয় অপেক্ষা বেশী ছিল।

(৫) জুয়াখেলা ও সিগারেট পান : পুঁজিবাদী সভ্যতার কল্যাণে উপরোক্ত বস্তুগুলোতের যখন প্রবৃত্তি পরায়ণতার দাবী মেটে না, কাজেই বর্তমান সভ্যতায় জুয়া খেলার বিভিন্ন দিককে জীবনের একটি অংশরূপে গড়ে নেয়া হয়েছে। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ইউরোপে শুধু আইন সম্মত জুয়া খেলাতেই প্রতি বছর ৩০০ কোটি ডলার মুদ্রা ব্যয় হয় আর তাতে গোটা বিশ্বের জনতা কয়েক বছর প্রতিপালিত হতে পারত। এছাড়া আইন বিরোধী জুয়া তো আছেই। (দেখুন, কুহেস্তান : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ ইং) বর্তমান সভ্যতার কল্যাণে আমেরিকায় বছরে ৪ হাজার ৩৩ শত কোটি সিগারেট ব্যয় হয়; আর জাপানে ৯ শত কোটি, বিলেতে ২১ শত কোটি, ফ্রান্সে ৩৬ শত কোটি, পশ্চিম জার্মানী ও ইটালীতে ৩৬ শত কোটি, মেক্সিকোতে ২৭ শত ৮০ কোটি, কেনেডায় ২১ শত কোটি, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৪ শত ৩০ কোটি ফিলিপাইনে ১৩ শত ৩০ কোটি সিগারেট ব্যয় হয়ে থাকে। (দেখুন, আঞ্জাম ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ ইং) এ সব সিগারেটের দাম হবে কম পক্ষে ৫০ শত ৫২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এ টাকা নিশ্চিতভাবে গোটা বিশ্বের প্রয়োজন মিটাতে যথেষ্ট বিবেচিত হ'তে পারে। কিন্তু এ মোটা অর্থটা সিগারেটের ধূয়ায় নিঃশেষ করে ফেলা হয়, এ সত্ত্বেও তাঁরা বুদ্ধিজীবী, পাগল নন! কিন্তু এক জন মানুষ যদি মাত্র পাঁচ টাকার একটা নোট আগুনে পুড়িয়ে দেয় তাতে তাকে সর্ব-সম্মতভাবে পাগল বলা হবে।

ببیں تفاوت راہ از کجا است تا بہ کجا

রাজ্যলাভ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ

পুঁজিবাদী জীবন-ব্যবস্থায় উপরোক্ত ব্যয়-বহুল অবাঞ্ছিত খরচপত্রের জন্য দেশের আয় যথেষ্ট নয় বলে তা ঔপনিবেশিকতাবাদকে জন্ম দেয় যাতে ক'রে অন্যান্য দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করে এ সব ব্যয় বহন করা যেতে পারে। এছাড়া তাদের নিজের শিল্পের চাহিদা নিজেদের দেশে সীমাবদ্ধ বিধায় পুঁজিবাদী দেশগুলো তাদের অতিরিক্ত শিল্পদ্রব্য অপরাপর দেশে বিক্রয়ের জন্য বাজার বন্দর খুঁজে বেড়ায়, তাতে করে তারা নিজেদের লাভজনক শিল্প ব্যবসার উন্নতি ও ব্যক্তিগত বিলাসিতার প্রয়োজন মেটাতে পারে। প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশ এরূপ চেষ্টা চরিত করে বলেই উহা অপর রাষ্ট্রগুলোকে ঔপনি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বেশিকতার দুঃসহ পরিবেশে নিজেদের ব্যবসার উন্নয়ন সাধন করতে চায়। তারা ঐ সব দেশের জনগণের আয় বাড়াতে চেষ্টা করে যাতে করে তুলনামূলকভাবে তাদের জিনিষ পত্রের রফতানী বেশী হয় এবং নিজেদের শিল্প বস্তু সস্তা দরে বেশী পরিমাণে যেন বিক্রয় করতে পারা যায়। বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিকদের পারস্পরিক স্বার্থ সিদ্ধির টানা হেঁচড়ায় অনেক সময় বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব জাতিগুলো পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যায়। এ জন্য ঔপনিবেশিকতা বাদী শক্তিগুলোতে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতির প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং পরে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম লাভের জন্য সেই সব সম্পদ ব্যয় করা হয় যা ছিল জীবন যাত্রার প্রয়োজনে একান্তভাবে অপরিহার্য।

যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতিতে সম্পদ ব্যয়

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুসরণে প্রতিটি রাষ্ট্র এজন্য নিজেদের শক্তি বর্ধন করে যেন অন্যান্য রাষ্ট্র তাদের ঔপনিবেশিকতাবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করতে পারে। ফলে দেশের সম্পদের একটা বড় অংশ গোলা বারুদরূপে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং বিশ্বের জাতিগুলোর জীবন যাত্রার অবস্থা নিম্নতর হয়ে পড়ে। বর্তমানে ঔপনিবেশিকতাবাদী রাষ্ট্রগুলোর যুদ্ধ সম্পর্কিত খরচাদি সীমাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। কিন্তু ষোল বছর আগেকার যুদ্ধ-খরচও কম ছিল না। ১৯৫২ সালে আমেরিকার যুদ্ধ সম্পর্কিত বাজেট ছিল ৯০ সহস্র কোটি ডলার। (কাওসার: ৫ই এপ্রিল ১৯৫২ ইং) এ অর্থ দিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে গোটা মানব সমাজের প্রয়োজন মেটাতে পারা যেতো। আমেরিকা এত বড় একটা সম্পদকে তার কল্পিত ঔপনিবেশিকতাবাদী উদ্দেশ্যের পেছনে লুটিয়েছে বা আগুনে পুড়িয়েছে। ৯০ হাজার কোটি ডলার কেন, যদি কোন মানুষ শুধু ৯০ টাকার নোট আগুনে ফেলে তাহলে তার পাগল হওয়া সম্বন্ধে সকলেই একমত হবে। কিন্তু ৯০ হাজার কোটি ডলার বিনষ্টকারী আমেরিকাকে কেহই পাগল মনে করে না; বরং সবাই তাকে বুদ্ধিমান বলে গণ্য করে থাকে।

ان هذا الا شيء عجاب

এতদ্বারা একথা মনে করার কোন কারণ নাই যে, যুদ্ধের সরঞ্জামের জন্য অর্থ ব্যয় করা হবে না; বরং আমাদের বক্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে: অত্যাচারমূলক যুদ্ধে যেন অর্থ ব্যয় করা না হয়, কেননা এরূপ যুদ্ধ মানবতার বড় রকমের কলঙ্ক। আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে না। এ তো আসলে মানবতার বড় রকমের সেবা আর এর মাঝেই জাগতিক অধিকারগুলোকে রক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে।

جنگ شاهان جهان غارتگری است
جنگ سوس سنت پیغمبر است

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সুদ

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুসরণে আজকাল সুদের কারবারের যে ব্যাপকতা দৃষ্ট হচ্ছে তার নযীর মানবেতিহাসে দুর্লভ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সুদী কারবারকে জীবন-যাত্রার একটা অংশ গণ্য করে থাকে। এমন কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে কোন দরিদ্রতম ব্যক্তিরও সুদ ছাড়া একটি টাকা ঋণ হিসেবে পাওয়ার উপায় নাই।

এখন আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সে সব ক্ষয় ক্ষতি ও বিনাশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি—যা এ ব্যবস্থার কল্যাণে ধ্বংসাত্মকরূপে মানব-জীবনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিধ্বস্তি

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আল্লার ভালবাসার পতন ঘটায়। আল্লার ভালবাসা মনে দৃঢ় হয়ে উঠে ও একাগ্রভাবে মনকে আল্লার দিকে ঝুকিয়ে দেয়াই হচ্ছে দীনের রূহ বা অন্তরাত্মা। এই একাগ্রতার ফলে মনে আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের প্রভাব অঙ্কিত হয় ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি স্নেহ-মমতার উদয় হয়। এতে করে আল্লাহ ও মানুষের অধিকারগুলো সংরক্ষণের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং গোটা জীবনটাই আল্লার হেদায়তের ছাঁচে গড়ে উঠে। কিন্তু পুঁজিবাদীদের ভালবাসার দৃষ্টি সম্পদ ও পুঁজি বর্ধনের দিকেই একাগ্র হয়ে উঠে। তাদের গোটা জীবনটাই পুঁজি বর্ধনের জন্য ওয়াকৃফ হয়ে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির ভালবাসার সম্পর্ক টুটে যায়। বরং পশুদের ন্যায় কোন নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ না করে তারা সব কিছুই করে ফেলে যাতে করে তাদের পুঁজি বেড়ে যায়—চাই সুদ, ঘুষ, অত্যাচার ও জুয়া দ্বারাই হোক না কেন। পুঁজিটা যেন তাদের ধর্মদ্রোহিতার একটা কারণে পরিণত হয়।

كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى

"কখনই নয়, বরং মানুষ যখন ধনী হয় তখন আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায়-নীতি সম্পর্কে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।"

মনুষ্যত্বের পতন

মানবতার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ এবং অন্য সব মানুষের সাথে মানুষের সম্বন্ধ থাকা দরকার. আর ভালবাসার উপরেই এর ভিত্তি। পুঁজির প্রতি ভালবাসা যখন প্রবল হয়ে উঠে তখন তা আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের প্রতি ভালবাসা খতম করে দেয়, যার কারণে আল্লাহ ও মানুষের অধিকারগুলোর দায়িত্ব সম্পর্কিতবোধ নষ্ট হয়ে যায়। এতে সমষ্টি জীবন থেকে ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিগত লাভের প্রাবল্যে সমাজ-জীবনে বহু অশান্তির সূত্রপাত হয়. আর তা দৈনন্দিন বেড়েই চলে। একটি বস্তুর ভালবাসা যদি সীমাতিরিক্ত বেড়ে যায় তাহলে তুলনামূলকভাবে অন্য বস্তুর ভালবাসায় দুর্বলতা এসে যাবেই, এমন কি ক্রমান্বয়ে তার ভালবাসা নষ্টই হয়ে যাবে। একজনের দুই স্ত্রী থাকলে তন্মধ্যে যখন একজনের প্রতি ভালবাসা বেশী হয়ে যায় তখন অপরজনের ভালবাসা যে কমে যায় এটা নিশ্চিত। এ হচ্ছে ভালবাসার আদান প্রদানের আনুপাতিক দর্শন। এই দর্শন অনুসারে পুঁজিবাদীদের সম্পদের ভালবাসা প্রবল হওয়ায় মানুষের প্রতি ভালবাসা দুর্বল হয়ে যায়। এমন কি যদি কোনও সময় তাদের মনে অপর মানুষের প্রতি ভালবাসা জেগে উঠেও তবু তাদের স্বার্থের কোন সম্পর্ক না থাকায় সে ভালবাসা তেমন ক্রিয়াশীল ও স্থায়ী হতে পারে না। এই স্বার্থপ্রলুব্ধ ভালবাসা আসলে মানুষের প্রতি ভালবাসা নয়—উহা নিজের ভালবাসারই নামান্তর, কারণ তাতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ বিজড়িত রয়েছে, তা নইলে তার মন নিজ স্বার্থ ছাড়া কোন দিকেই ফিরে না—আল্লার দিকেও নয়, মানুষের দিকেও নয়। আসলে পুঁজিবাদীর মনটা আর 'কলব' (হৃদয়) রইল না, কারণ 'কলব' এর কাজই হচ্ছে একদিক থেকে অন্য দিকে পরিবর্তিত হওয়া।

وما سمى الانسان الا بانسه وما
القلب الا انه يتقلب •

যখন ভালবাসা ও মনের আকর্ষণ অপরের স্বার্থের দিকে ফিরে যাওয়ার রীতি একজন মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট না থাকে তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষই থাকল না; মানবীয় আকৃতি তার থাকুক না কেন। যেমন কাগজ দিয়ে প্রস্তুত করা ঘোড়া আকৃতিতে ঘোড়া হলেও তাকে প্রকৃত ঘোড়া বলা যায় না, তেমনি সম্পদের ভালবাসার রঙে রঞ্জিত মানুষ আকৃতিতে মানুষ হলেও আসলে মানুষ বলে দাবী করার অধিকার তার নেই। আরেক রুমীর কথায়:

آنچه مى بينى خلاف آدمى اند
نيستند آدمى غلاف آدم اند

—ক্রমশ:

www.ahlehadeethbd.org

মূল : সিজার আদিব মাজাল
অনুবাদক : মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন খান

ফিলিপাইনে ইসলাম

নবীন ও সুসংহত শক্তি হিসাবে বহিঃস্থ সংস্কৃতি একটি জাতির সামাজিক সত্ত্বায় কিভাবে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে তাহার অধ্যয়ন সর্বদাই কৌতুহলোদ্দীপক এবং নিশ্চিতরূপে শিক্ষা ক্ষেত্রে ফলপ্রদ। এই পরিবর্তন প্রাচীন সংস্কৃতির সামগ্রিক নিশ্চিহ্নকরণ বুঝায় না। আর এই আন্তঃসাংস্কৃতিক বিবর্তন সাধারণতঃ সময়-সাপেক্ষ এবং প্রাচীন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহের উজ্জীবন নতুন সংস্কৃতিতে উহার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের আংশিক সংস্থাপন মাত্র। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতির যে সমস্ত নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে উহার কারণ নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির বৈশিষ্ট ও সজীবতা এবং গ্রহণকারী সংস্কৃতির ধারণ ক্ষমতা দ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে নূতন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের আদর্শগত মূল্য উহার আনুষঙ্গিক সামাজিক চাহিদা হইতেই মূলতঃ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হিসাবে ইসলাম কিভাবে প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা লাভ করা যাইতে পারে।

ফিলিপাইনবাসী তাহাদের জাতিগত স্বকীয়তা বিনষ্ট না করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি হইতে পর্য্যাপ্ত উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ষোড়ষ শতাব্দীতে ফিলিপাইনে স্পেন ও খৃষ্ট ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বেই পাক-ভারত, চিন, জাপান এবং মালয়েশিয়ার সহিত বর্তমান ফিলিপাইনবাসীদের পূর্বপুরুষগণের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল—কতিপয় ফিলিপাইনী ঐতিহাসিকের পক্ষে উপরোক্ত মত প্রকাশ করা অস্বাভাবিক নহে।

কতিপয় ব্যাখ্যা :—

এই মতবাদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। 'ফিলিপাইনো' শব্দটি বর্তমানে মূলতঃ একটি রাজনৈতিক পরিভাষা এবং ইহা নির্দিষ্ট ও আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদি বাসিন্দারের বুঝায়। সতর বৎসর কিংবা আরও পূর্ব ফিলিপাইনের আদি বাসিন্দাগণ। 'ফিলিপাইনোরূপে নহে 'ইণ্ডিওস'রূপে পরিচিত হইত এবং পরবর্ত্তী পরিভাষা স্পেনে ভূমিষ্ট স্পেনবাসী হইতে ফিলিপাইনে ভূমিষ্ট স্পেনীয়দের স্বতন্ত্র রাখার জন্য সংরক্ষিত ছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বর্তমান ফলিপাইনবাসী এবং তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ ব্যাপকভাবে মালয়াবংশোদ্ভুত হওয়া সত্বেও তাহারা কোন রাজনৈতিক পরিভাষায় জাতি হিসাবে পরিগণিত হয় নাই। তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ যে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক সত্তার অংশীদার ছিল ইহা দ্বারা তাহা অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু তাহারা যদি কোন রাজনৈতিক সংজ্ঞায় জাতি হিসাবে পরিগণিত হইত তবে বর্তমান ইন্দোনেশীয় ও অন্যান্য মালয়ীদের সহিত এক জাতিভুক্ত হইতে পারিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ফিলিপাইনবাসীদের এক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাতিভুক্ত হওয়ার ধারণা একটি সাম্প্রতিক ধারণা মাত্র এবং তাহাদিগকে জাতি হিসাবে সংহত করার কার্যক্রম এখনও চালু রহিয়াছে। বিভিন্ন মালয়ী জনগোষ্ঠি বিভিন্ন রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন করারও তাৎপর্য রহিয়াছে।

স্পেনীয় বিজয়ঃ

ষোড়শ শতাব্দীতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয়দের আগমনের পূর্বে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত ফিলিপাইনের অধিবাসীগণ বেরাংগাঈস, বেনুয়াস প্রভৃতি নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক সত্তায় কম বেশী বিভিন্ন সংখ্যায় ডেটাস (Datus) নামে সাধারণ দলপতির অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। কালক্রমে কতিপয় বেরাংগাঈস বৃহত্তর রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলীন হইয়া 'রাজাহ' নামে কথিত শাসকের আনুগত্য বরণ করিয়া লয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে সংঘবদ্ধ বিজয় কয়েক দশক পর্যন্ত পরিচালিত হয় তাহার পর স্পেনীয় ঔপনিবেশিক ও ধর্মীয় নীতি এই সমস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক অঞ্চলকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সত্তায় একত্রীভূত করার পথে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিল এবং ইহা স্পেনের উপনিবেশ ও ক্যাথলিক চার্চের অধীনে একটি ধর্মীয় প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। ভাষা ও বাচনভঙ্গির বিভিন্নতা সত্ত্বেও আদি বাসিন্দাগণ সাধারণভাবে যাহারা বর্তমান স্পেনীয় রাজার শাসন ও ক্যাথলিক অনুশাসনে ছিল বলিয়া বর্তমানে পরিচিত তাহারা সবাই 'ইণ্ডিওস' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ইহা হইতেছে চিত্রের একদিক।

আদি বাসিন্দাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ও স্পেন সম্রাটের সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত করার স্পষ্ট সঙ্কল্প লইয়া স্পেনীয়রা ফিলিপাইনে আগমন করিয়াছিল। সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের প্রভাবাধীন এলাকা এবং উহা তাহাদের বিজয়ের জন্য সংরক্ষিত বলিয়াই তাহাদের ধারণা ছিল। কিন্তু পর্তুগীজদের ধারণা ছিল অনুরূপ। ধর্মান্তরিত করা দূরে থাক, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও দক্ষিণের কতিপয় অঞ্চল তাহারা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই। আদি 'সুলু' ও 'মাগিন্দানাও' নামে দুইটি বৃহৎ সুলতানাত এবং পার্শ্ববর্তী সুলতানাতের বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তথাপি ইহা সত্য যে, বৃহৎ সুলতানাৎ সমূহ রাজ্য হারাইয়া অবশেষে স্পেনীয় উপনিবেশে সংযুক্ত হইয়াছিল। যদি স্পেনীয়রা দীর্ঘকাল ফিলিপাইনে অবস্থান করিত তবে হয়তো তাহারা কালক্রমে এই সমস্ত রাজত্বের উপর পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারিত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন কর্তৃক অধিকৃত ও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত শাসিত অন্যান্য রাজত্বের বিষয় বাদ দিলেও 'সুলু' সুলতানাত ও 'মাগিন্দানাও' সুলতানাত বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল।

এই নাটকীয় বৈশিষ্ট ফিলিপাইনে স্পেনীয় বিজয়ের ইতিহাসে একটি তুলনাহীন ব্যতিক্রম এবং আমার ধারণায় 'সুলু' সুলতানাৎ ও 'মাগিন্দানোয়াস' সুলতানাতের সাংস্কৃতিক পর্যায়লোচনা এই সংস্কৃতির রাজনৈতিক ও সামাজিক উপকরণের বিশ্লেষণ ব্যতীত ব্যাখ্যা করা যাইবে না। স্পেনীয়দের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আগমনকালে 'সুলু' সুলতানাত তুলনামূলক ভাবে অতীব সমৃদ্ধ ছিল এবং রাজনৈতিক স্থিতি প্রদর্শন করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাবে 'সুলু' সুলতানাতের প্রতিপত্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকৃতপক্ষে 'সুলু' প্রতিটি দ্বীপের উপর প্রসারিত হইয়াছিল। দ্বীপটি (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অংশ বিশেষ) 'জামবুয়াঙ্গে', বোর্নিও প্রভৃতি উপকূলীয় অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং চীন, মলাক্কা, বোর্নি ও বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত উহার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। 'সুলু' সুলতানাত মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহার প্রতিবেশী মিন্দানাও দ্বীপের উদীয়মান 'মাগিন্দানাও' সুলতানাত উহার প্রতিদ্বন্দ্বী 'বুয়াইয়ান' সুলতানাতকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছিল। ইহার প্রতিপত্তি 'মারানাও' অঞ্চলের অধুনা 'লানাওডেল নোরতে' ও 'লানাও ডেল জুর' নামে পরিচিত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে দীর্ঘ সময় লাগে নাই। এতদঞ্চলের অধিবাসীগণ স্পেন বিজয়ী মুরগনের মত ইসলামী আদর্শের অনুসারী হইয়াছিল বলিয়া স্পেনীয়রা তাহাদিগকে 'মূর' বলিয়া অভিহিত করিত।

অধিকাংশ ফিলিপাইনবাসী স্পেনের কর্তৃত্বাধীনে অবস্থান করায় এবং খৃষ্টধর্মে দিক্ষীত হওয়ায় তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্পেনের সুস্পষ্ট প্রভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে ৩০,০০০০০ ফিলিপাইনবাসীর মধ্যে বর্তমানে মুরগণের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২৫,০০০। অনুরূপভাবে ফিলিপাইনবাসীর উপর যখন ইসলামী আদর্শ ও আরবী ভাষার প্রভাবের বিষয় বিবৃত করা হয় তখন মূলতঃ 'মুরগণের' বিষয়ই বলা হইয়া থাকে। এই সমস্ত ধর্মীয় বিভিন্নতা ও অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা সত্বেও মৌলিকভাবে মালয়েশিয়ার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ কতিপয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফিলিপাইনবাসী মুসলমান ও খৃষ্টানগণ যুগপৎভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এ সত্য অস্বীকার করা যাইবে না। ফলতঃ ধর্মীয় বিভিন্নতা অতিক্রম করিয়া ফিলিপাইনের জাতীয় সম্প্রদায়গুলি নীতিগতভাবে নিরপেক্ষ হওয়া সত্বেও ফিলিপাইনবাসীর উপর খৃষ্টধর্ম ও ইসলামী আদর্শ প্রতিফলনের বিষয়টি অতীব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ফিলিপাইনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এমন একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে যাহা সত্য সত্যই সার্বিকভাবে ফিলিপাইনবাসীর সম্পদ।

সুতরাং সাধারণ ফিলিপাইনবাসীর সাংস্কৃতিতে প্রবিষ্ট ইতিহাস ও উহার উপকরণসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে 'মুরগণের' ইতিহাস ও উহার বিশিষ্ট সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। 'মুরগণের' এই সংস্কৃতি ইসলামকে অপরিহার্যরূপে অতীব তাৎপর্য্যময় বিশেষত্ব হিসাবে নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। স্পেনীয়রা তাহাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় 'মুরগণকে' একত্রীভূত করার পথে কেন দৃঢ় বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইহা ছিল তাহাদের সহজ প্রচারণার মুখে 'মুরগণের' সংস্কৃতি ও ধর্মের বিশেষণগত ফলপ্রসূ প্রতিরোধ ক্ষমতা। অস্ত্র ও ক্রুশ বহনকারী স্পেনীয় বিজয়ীদের আগমনের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে ফিলিপাইনে ইসলামের ভাগ্য নিরূপিত হইয়াছিল। পূর্বতন স্পেনীয় ধর্মপ্রচারক ও ঐতিহাসিকগণের পর্য্যবেক্ষণ যদি সঠিক হয় তবে স্পেনীয় কিংবা ইউরোপীয় শক্তিসমূহের আগমনের সামান্য বিলম্ব সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ঘটিলে ইসলামী প্রচারে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। ফিলিপাইনে ইসলামের এই প্রতিক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা ও তেজোপূর্ণ সংস্কৃতিরূপে কিভাবে ফিলিপাইনে প্রোথিত হইয়াছিল, ইহা কিভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল কিভাবে ইহা তাহাদের জীবনকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল, কি কি সামাজিক আশা-আকাঙ্খা ইহা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল কিভাবে এই স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য ফিলিপাইনের মুসলমানদের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতি ও শক্তির বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং এই পদ্ধতিতে কিভাবে ফিলিপাইনবাসী মুসলমানগণ দ্বিধাবিভক্ত সমাজের জাতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করার পথে আজও তাহাদের নিজস্ব ভূমিকা পালন করিতে পারে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সপ্ত ভ্রাতাঃ

ফিলিপাইনে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্ণ ও সন্তোষজনক ঐতিহাসিক প্রামাণপঞ্জি নাই। কাজেই প্রাপ্ত লিখিত বিবরণ এবং মুখে মুখে প্রচলিত তথ্যসমূহের মধ্যে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে আমাদিগকে নির্ভর করিতে মূলতঃ উহারই উপরে। এই সমস্ত তথ্যের কতকের সহিত সকলেই পরিচিত আর কতক তথ্যের প্রামাণিকত্ব আংশিকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

তবু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, এই সমস্ত তথ্যে পৌরাণিক কেচ্ছা কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে যাহা ইতিহাসের মূল বিবরণীর উপর বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এতদঞ্চলে আরব উপদ্বীপ হইতে আগত বিখ্যাত সপ্ত ভ্রাতার দ্বারা ইসলাম প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে জনসাধারণের মধ্যে একটি ব্যাপক ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে। কতিপয় ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে ব্যবসায়ী ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রী হিসাবে আগমন করিলেও তাহারা 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা বিশ্বাস করা হইয়া থাকে যে, সপ্ত ভ্রাতার আগমনকালে 'সুলু' ও 'মিন্দানাও' দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ধর্মহীন, নাস্তিক, জড়পদার্থের উপাসক, সম্পূর্ণ উলঙ্গ এবং আল্লাহর সত্যিকারের ধারণা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ঘটনাক্রমে ফিলিপাইনে এই ধরণের বিশ্বাস পোষণের কতিপয় নিদর্শন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্বন্ধে পূর্বতন খৃষ্ট ধর্মপ্রচারক পাদ্রীদের বিবরণীতে প্রাচীন বিশ্বাস সম্পৃক্ত এই ধারণার আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্বোল্লিখিত মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণের সংখ্যা ও চারি পাঁচ জনের নাম সম্বন্ধে ঐক্যমত থাকিলেও অন্যান্যদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই বিভিন্নতার কারণ এই যে, কেহ কেহ মূল আরবী নামের পরিবর্তে স্থানীয় নামে পরিচিত হইয়া উঠিতেন এবং ঐতিহাসিকগণ অজ্ঞাত ধর্ম প্রচারকদের নাম বাদ দিয়া তাহাদের পসন্দমত সপ্ত ভ্রাতার সুপরিচিত নাম রাখিতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

কিন্তু এই ধারণার সহিত অন্যান্য সনাতন বিবরণী সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা স্বাভাবিক ভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিব যে, এই সপ্ত ভ্রাতা সত্যিকার ভাবে সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না। পক্ষান্তরে বিভিন্ন সময় তাহারা 'সুলু' ও 'মিন্দানাও' দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের এক ভ্রাতা 'মিন্দানাও' দ্বীপপুঞ্জে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করা হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সপ্তভ্রাতা সাধারণভাবে ফিলিপাইনে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এমন কতিপয় সমাধি আছে যেগুলি সম্বন্ধে ধারণা এই যে, উহা তাহাদেরই সমাধি। নিষ্ঠাবান অনুসন্ধানকারীদের দৃষ্টি এইগুলির প্রতি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত সমাধি বা মাজার স্মরণাতীতকাল হইতে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের পরিদর্শন কেন্দ্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছে এবং এই সপ্ত ভ্রাতার বংশধরের দাবীদার ব্যক্তিদেরও অভাব নাই। আর ইহার সমর্থনে তাহারা 'তারশিলা' বা 'সালাসিলা' নামে বংশ তালিকা বা কুষ্ঠিনামা প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

সুলতান আবুবকর ঃ

এই সপ্ত ধর্ম প্রচারক ও শিক্ষা গুরুগণের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন আবুবকর। তিনি আরবদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করা হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে যে, 'সুলু' সুলতানাতের সৃষ্টি, 'সুলু' আইনের বিধিবদ্ধকরণ, শরিয়তী ব্যবস্থার প্রবর্তন, আরবী বর্ণলিপির বহুল প্রচার ও প্রসার সাধন এবং শাসন সুবিধার জন্য আঞ্চলিক বিভাগ সংগঠন তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। 'সুলু' ইতিহাসের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও খ্যাতনামা লেখক ডাঃ নাজিব সালিবী মনে করেন যে, আবুবকর ১৪৫০ খৃঃ 'সুলু' উপকূলে আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহার কিছুকাল পর তিনি 'সুলু'তে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি "পাদুকা মহাসারী মওলানা আস্ সুলতান শারিফ আল-হাশমী"—এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমাধি স্তম্ভেও এই উপাধি খোদিত দেখা যায়। 'সুলু' সুলতানাতের পরবর্তী সমস্ত সুলতান তাঁহাদেরই বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন। আর প্রকৃতপক্ষে সুলতান আবুবকরের বংশোদ্ভূত প্রমাণ করিতে না পারিলে কেহ সুলু দ্বীপপুঞ্জের সুলতান হইতে পারিতেননা। তাই বংশ তালিকা বা তারশিলা নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ ইহাই ছিল সুলতান হওয়ার বৈধতা প্রমাণের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সুলতানের ধর্মীয় কর্তব্য থাকায় তাঁহার শরীফ বংশোদ্ভূত হওয়াও আবশ্যক বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ধর্মীয় নেতা হিসাবে কোরাইশ বংশীয় সুলতান হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সকল সুলতান কর্তৃক গৃহীত আবুবকর নামের পূর্ণ উপাধীর প্রথমাংশে পরোক্ষ হিন্দু প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সম্ভবতঃ এই প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুস্তান হইতে না আসিয়া মালয়েশিয়ার মধ্যস্থতায় আসিয়াছিল।

বস্তুতঃ ইহা অতীব পরিস্কার যে, সুলতানের প্রতি কোন কোন প্রকারের আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাহারা ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হইলে সুলুর আঞ্চলিক দলপতিগণ [Datus] আবুবকরের বংশধর হওয়ার এবং সুলতানত প্রতিষ্ঠার জন্য সহজে প্রস্তুত হইতেন না। কারণ সুলতানতরূপ শাসন ব্যবস্থার স্বীকৃতির অর্থই হইল তাহাদের সেই স্বাধীনতার অন্ততঃ কিছুটা বিসর্জন দেওয়া যে স্বাধীনতা তাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন এবং যে-স্বাধীনতাকে তাহারা তাহাদের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এবং অধীনস্থগণের সংখ্যা ও শক্তির দ্বারা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

ফলতঃ 'সুলু' দ্বীপ-পুঞ্জে আবুবকরকে যদি ইসলামী রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তক বলিয়া গ্রহণ করা হয় আর সাধারণ মানুষ এই সব রাজনৈতিক সংস্থা বরণ করিয়া লইবার প্রবণতা দেখাইয়াছিল বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয় তবে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, কতিপয় পূর্ববর্তী 'ভ্রাতা' এতদঞ্চলে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ক্রিয়াও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ প্রচলিত প্রথা ও 'তারশিলা' পূর্বোল্লেখিত অভিমতের পোষকতা করিয়া থাকে। জনৈক 'মাখদুম' লৌহ-টবে আরোহণ করিয়া 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জের তীরে অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে তিনিই প্রথম উলীউল্লাহ [Saint] বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন এবং তিনি বোর্ণিওর উত্তর

Contents

পূর্ব উপকূল হইতে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যাদুকরী শক্তির অধিকারী ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে এবং তিনি একদল চীনা শিষ্য সমভিব্যহারে এতদঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। লৌহ-টবের কিংবা অন্য কোন ধাতু নির্মিত টবে তাহার আগমনের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, তিনি এমন এক নৌকা বা জলযানে আসিয়াছিলেন যাহা ছিল আংশিক ধাতু নির্মিত। তাহার প্রতি যাদুকরী ক্ষমতা আরোপের তাৎপর্য্য এই যে, তৎকালীন আরবীয় মুসলমানগণ উচ্চতর সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা কাগজের টুকরার সাহায্যে তথ্য আদানপ্রদানের, এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ করিয়া তুলিবার কতিপয় কৌশল জানিতেন। এই চীনা শিষ্য সহচরগণের বহু কবর সুলু দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত রহিয়াছে এবং তাহাদের কবরের অবস্থান তাহাদিগকে মুসলমানরূপেই চিহ্নিত করে।

তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রচলিত ধারণা প্রকৃত প্রস্তাবে কাল্পনিক নহে। কারণ নবম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত অন্যান্য মুসলিম ব্যবসায়ীদের সহিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাঁহাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে দক্ষিণ চীনের বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহ বিরতি স্থানরূপে আরবদের যে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত।

'মাখদুমের' কর্মতৎপরতার ইতিবৃত্তে জানা যায় যে, তিনি ব্যবসায়ী হিসাবে 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক স্ত্রী বা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবার পরিজন ও বন্ধু বান্ধবগণকে ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জের সাবতু দ্বীপের 'টাণ্ডুবানাক' 'জুলু'র 'বুদ আজাদ', 'তাপুলের' 'লুগুস' প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে 'মাখদুমের' কবর আছে বলিয়া যে দাবী করা হইয়া থাকে এবং 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন পরিবার 'মাখদুমের' বংশধর ছিলেন বলিয়া যে দাবী করিয়া থাকে তাহাতে বহু 'মাখদুম' ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। আরবী ভাষায় 'মাখদুম' শব্দের অর্থ যে 'গুরুজন' তাহা সর্বজন স্বীকৃত। মধ্যপ্রাচ্যে সাধারণভাবে এই শব্দের পারিবারিক তাৎপর্য্য থাকিলেও হিন্দুস্তান, মালাক্কা এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উপাধি ভ্রাম্যমান মুসলমান শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের পরিচয় চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইত। 'টাণ্ডুবানাক' এলাকায় 'মাখদুম' 'করিম-উল-মাখদুম' নামে অভিহিত হইতেন, 'বুদআজাদ' অঞ্চলে তিনি 'মহাদুম আব্দুল্লাহ আলনিকাদ' এবং 'লুগুস' দ্বীপে তিনি 'আবদুর রহমান' নামে অভিহিত হইতেন। ইতিহাসের বিস্মৃতি ও কালচক্রে ঐ বহু ব্যক্তি একক ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ অধিবাসী আজ একমাত্র এক এবং একক 'মাখদুমের' বিষয়ই ভাবিয়া থাকে। 'টাণ্ডুবানাকে' সমাধিস্থ 'মাখদুম' 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জে প্রথম দুইটি মসজিদ নির্মাণকারী হিসাবে বিখ্যাত হইয়া আছেন। এই মসজিদের একটি 'সিমুনুল' দ্বীপের অন্তর্গত 'তিউবিগ ইন্দাঙ্গান' অঞ্চলে নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদের মূল স্তম্ভ পরবর্তী পর্যায়ে নির্মিত অপর এক মসজিদে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন 'মাখদুমীনের' অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও প্রথম 'মাখদুম' সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন বৃত্তান্ত 'টাণ্ডুবানাকে' সমাহিত মাখদুমের দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলামের সাফল্য

'তারশিলা' বংশতালিকায় রাজত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে সুমাত্রা হইতে 'রাজাহ বাগুইণ্ডা আলী' অন্যান্য মুসলিম কাফেলা সহকারে 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জে আগমনকালে 'জুলু' অঞ্চলে মুসলমান বসতি দেখিয়াছিলেন এবং এই মুসলিম কাফেলাগণ এতদঞ্চলের মুসলমানগণকে তাহাদের সহিত সংগ্রামে বিরত থাকিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া যে বিবরণী রহিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই মখদুমগণ এতদঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। 'রাজাহ বাগুইণ্ড আলী' স্থানীয় 'ডটু' প্রধানের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে এবং তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসার কার্য্য আরও জোরদার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে। 'সুলু' সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান 'আবুবকর'—'বাগুইণ্ডা আলীর' কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করা হয়।

পক্ষান্তরে অন্যান্য তথ্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবুবকর যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন 'বাগুইণ্ডা আলীর' বিধবা স্ত্রী। সুখ্যাতি অর্জন অথবা দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদনের জন্যে বিভিন্ন দেশ সফরের অংশ হিসাবে সুমাত্রা হইতে আগত এই 'বাগুইণ্ডা আলী' কোন্ দেশীয় —সুমাত্রীয়, আরবীয় কিংবা পারশ্য দেশীয় যুবরাজ ছিলেন তাহা পরিস্কার করিয়া বলার উপায় নাই। তথাপি স্থানীয় প্রধানদের কন্যাগণের সহিত আরব যুবরাজদের বিবাহ এবং এই মিলনের ফলে যে সমস্ত রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাহা একটি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। এই ধরণের মিলনের ফলে সেখানে কমপক্ষে ৬টি রাজবংশের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। 'তাউবীতাউবী' ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য আরেকজন খ্যাতনামা ধর্ম প্রচারক ছিলেন 'আরবী সৈয়দ'—'আলাবী বালপকী' (অথবা অল্ ফকিহ)। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, তিনি সপ্ত ভ্রাতার অন্যতম ছিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু রূপকথা গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে-সমস্ত রূপকথা 'দক্ষিণ আলাবী বালপাকী'র পল্লী সাহিত্যে যথার্থ রত্ন হিসাবে পরিগণিত হয় তাহা চতুর্দশ শতাব্দীতে তাউবীতাউবী অঞ্চল পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই তারিখ বিবৃত করার কারণ এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা যাইবে না। আমরা যে ভাবেই পর্য্যবেক্ষণ করি না কেন, এতদঞ্চলে সপ্তভ্রাতার আগমনের সঠিক তারিখ নিরূপণ করা এখনও সমস্যাসঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে এই তারিখ নির্ণয় করার জন্য আরও দীর্ঘ দিন গবেষণা চালাইতে হইবে। সাধারণতঃ 'সুলু' দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের আবির্ভাবের যে তারিখ বিবৃত করা হয় এবং যাহা এতদঞ্চলে কারিম-উল মখদুমের আগমনের তারিখের সহিত মিলিয়া যায় তাহা হইতেছে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু ১৩১১ খৃষ্টাব্দে (৭১০ হিজরী) পবিত্র কুঞ্জানে অবস্থিত জনৈক আরবী মুসলমানের সমাধির অস্তিত্ব দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় (বিগত ছয়শত বৎসরকাল ধরিয়া মুসলমানগণ উহা শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে এবং উহা "সুলু" সুলতানগণের রাজ্যাভিষেকের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে) তাহাতে ইহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত দাবী করা যাইতে পারে যে সুলু দ্বীপে চতুর্দশ শতাব্দীতেই ইসলামী নিদর্শন যুগের সূচনা দেখা দেয়।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

(৪) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ ٠

[৩২৫-এর পাতার পর]

(৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহমূদ ইব্‌ন্‌-গায়লান তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ('সুফয়ান' এর পিতা) অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্‌য়ান (সাওরী), তিনি রিওয়ায়াৎ করেন আবূ ইসহাক (সুবাই'ঈ) হইতে, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন বারা' ইব্‌ন্‌ আযিব হইতে।

বারা' ইব্‌ন্‌ আযিব রাঃ বলেন: লাল চাদর ও লাল লুঙ্গি পরিহিত, ঘাড় পর্যন্ত বিলম্বিত কেশ-পাশওয়ালা কোন ব্যক্তিকেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর দেখি নাই। তঁহার চুল তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িত। তাঁহার ঘাড় ও বাহুদ্বয়ের মিলন-স্থল দুইটির মধ্যবর্তী অংশ সাধারণের তুলনায় কিছু বেশী প্রশস্ত ছিল। তিনি বেঁটেও ছিলেন না, দীর্ঘও ছিলেন না।

(৩২৪-এর পাতার পর)

পাইয়াছিলেন বলিয়া উহা না-জায়িয বলেন এবং উসফুর রংয়ে রঙানো পোষাক জায়িয বলিয়া ফৎওয়া দেন। তিনি যদি উসফুর রংয়ের রঙানো পোষাকের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে এই হাদীসগুলি পাইতেন তাহা হইলে তিনি উহাও নিশ্চিতভাবে না-জায়িয বলিতেন। এই সকল দলীল প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আহকার অনুবাদকের মতে পুরুষ লোকের পক্ষে লাল ও হলুদ এই দুই রংয়েরই পোষাক পরিয়া লোক সমাজে বাহির হওয়া চলিবে না। বলা বাহুল্য সহীহ মুসলিমের ২।১৯৮ পৃষ্ঠায় পুরুষের পক্ষে যাফরান রংয়ে রঙানো পোষাক পরিধান সম্পর্কে নিষিদ্ধতাজ্ঞাপক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

যাহা হউক, বালকদের পক্ষে যে কোন রংয়ের পোষাক পরা জায়েয হইবে।

شَيْئًا—কোন কিছুকেই। অংশটির ব্যাখ্যা এই যে চাঁদ, গোলাপ ফুল প্রভৃতি দুন্‌য়ার কোন বস্তুই আমার নযরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ছিল না।

৪। এই হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁহার জামি' গ্রন্থে الرخصة في الثوب الاحمر للرجال অধ্যায়ে আনিয়াছেন এবং ইহাকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ মুসলিম ২—২৫৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

لِمَّة—ঘাড়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিলম্বিত কেশদাম।

www.ahlehadeethbd.org

(৫) حدثنا محمد بن اسماعيل ثنا ابو نعيم ثنا المسعودى عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابى طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة اذا مشى تكفأ كانما ينحط من صبب، لم ار قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم •

(৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (অর্থাৎ ইমাম বুখারী), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবু-নু আইম (নাম, الفضل بن دكين আল্-ফায্‌ল ইব্‌ন দুকাইন), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্-মাস্'উদী, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন 'উসমান ইব্‌ন মুস্‌লিম ইব্‌ন হুর্‌মুয হইতে, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন নাফি' ইব্‌ন জুবাইর ইব্‌ন মুৎ'ইম হইতে তিনি রিওয়ায়াৎ করেন আলী ইব্‌ন আবু তালিব হইতে। 'আলী রাঃ বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, খর্বকায়ও ছিলেন না। হাতের তালুদ্বয় ও পদতলদ্বয় এবং আঙ্গুলগুলি মাংশল ছিল। মস্তক বৃহৎ এবং অস্থি-গ্রন্থিগুলি মোটা ছিল। লোমের একটি সরু রেখা বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল। পথ চলাকালে এমনভাবে সম্মুখে ঝুকিয়া দ্রুত হাঁটিতেন যেন কোন নিম্নস্থানে নামিতেছেন। তাঁহার অনুরূপ কাহাকেও আমি তাঁহার পূর্বেও দেখি নাই, তাঁহার পরেও দেখি নাই। আল্লাহ তাঁহার প্রতি দয়া করুন ও তাঁহাকে নিরাপত্তা দান করুন।

৫। "আল্-মাস্'উদী"—নাম আবদুর রহমান, পিতার নাম আবদুল্লাহ। তাঁহার পিতামহের পিতার নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্'উদ বলিয়া তিনি মাস্'উদী বলিয়া পরিচিত হন।

شثن الكفين والقدمين— হাত-পায়ের আঙ্গুল, হাতের তালু ও পদতল মাংসল। ৬নং হাদীসের পরে আসমা'ঈর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ضخم الرأس—অপর একটি হাদীসে 'আযীমুল্ হামাহ্ (عظيم الهامة) বলা হইয়াছে। অর্থ 'মাথা বড়"।

ضخم الكراديس—(كراديس) এর এক বচন 'কুর্‌দূস' كردوس ; অর্থ হাড়ের অগ্রভাগ বা একাধিক হাড়ের সংযোগস্থল যথা হাঁটু,

Contents

(৬) حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبى عن المسعودى بهذا الاسناد نحوه بمعناه ۰

৬। আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান ইব্‌ন অকী', তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান আমার পিতা (অকী'), তিনি রিওয়ায়াৎ করেন আল্-মাস্'উদী হইতে (পূর্ব বর্ণিত), এই সনদযোগে ইহার অনুরূপ এই অর্থের হাদীস। অর্থাৎ পূর্বে যে হাদীস বর্ণনা করা হইল তাহারই অর্থবোধক একটি হাদীস এই বর্ণনা-শৃঙ্খলযোগে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৭) حدثنا احمد بن عبدة الضبى البصرى وعلى بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابى حليمة والمعنى واحد قالوا ثنا

(৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান (ক) আহমাদ ইব্‌ন আব্দাহ আয্-যাব্বী' আল্-বাস্‌রী, (খ) আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও (গ) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্-হুসাইন—আর তিনি (অর্থাৎ এই মুহাম্মাদ) হইতেছেন আবূ হালীমার পুত্র, তাঁহারা (তিন জনে) একই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান

কনুই ইত্যাদি।) একাধিক হাড়ের সংযোগস্থল স্থূল ও মোটা।

المسربة—'মাস্‌রুবাহ্'; ইহা 'মাস্‌রাবাহ্' ও পড়া হয়। পরবর্তী হাদীসটির শেষে গ্রন্থকার আসমাঈ হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করেন। তাহা হইতেছে 'বক্ষদেশ হইতে নাভি পর্যন্ত একটি সরু কেশ রেখা'।

৬। نحوه—নাহ্‌ওয়াহু বা পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ। মুহাদ্দিসদের একটি রীতি এই যে, তাঁহারা যদি একাধিক সনদযোগে **একই হাদীস** পান তাহা হইলে তাঁহারা ঐ হাদীসটি একটিমাত্র সনদযোগে বর্ণনা করেন এবং উহার পরে অপর সনদ বা সনদগুলি বর্ণনা করিয়া শেষে অবস্থাবিশেষে 'মিস্‌লাহু' বা 'নাহ্‌ওয়াহু' বা 'বি-মা'নাহু' (مثله، نحوه، بمعناه) বলিয়া থাকেন। পরবর্তী সনদযোগে বর্ণিত হাদীসটির শব্দ এবং পূর্বের সনদে বর্ণিত হাদীসটির শব্দ যদি হুবহু একই হয় তবে তাঁহারা সে ক্ষেত্রে 'মিস্‌লাহু' বলেন। কিন্তু উভয়ের শব্দে যদি কোন তারতম্য থাকে অথচ ভাবে ও মর্মে একই হয় তবে সেখানে তাঁহারা 'নাহ্‌ওয়াহু' অথবা 'বি-মা'নাহু, বলেন।

بمعناه—এখানে নাহ্‌ওয়াহু শব্দ দ্বারা যাহা বুঝানো হইয়াছে তাহাই আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার জন্য 'বি-মা'নাহু' (ঐ অর্থে) শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করা হইয়াছে।

৭। الضبى "আয্-যাব্বী"—আহমাদ ইব্‌ন 'আবদাহ ছিলেন দুইজন। একজন যাব্বী ও অপরজন আয়লী। যাব্বী ছিলেন বাস্‌রাহ নগরের আরব অধিবাসীদের মধ্য হইতে বানূ যাব্বাহ গোত্রীয় এবং অপরজন ছিলেন আরবের 'আয়লাহ্' গোত্রীয়।

www.ahlehadeethbd.org

عيسى بن يونس عن عمر بن عبد
الله مولى غفرة قال حدثني ابراهيم
ابن محمد من ولد علي بن ابي طالب
قال كان علي اذا وصف رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لم يكن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل
الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان
ربعة من القوم، لم يكن بالجعد
القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا،
ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان
في وجهه تدوير، ابيض مشرب،
ادعج العينين، اهدب الاشفار، جليل
المشاش والكتد، اجرد ذو مسربة،
شثن الكفين والقدمين، اذا مشى

'ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন 'গুফ্‌রাহ' এর মুক্ত গোলাম 'উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে, তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আলী ইব্‌ন আবূ তালিব এর সন্তানদের মধ্য হইতে (তাঁহার পৌত্র) ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (ইব্‌নুল হানাফীয়াহ্‌), তিনি বলেন আলী রাঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অ সাল্লাম এর বিবরণ দিবার সময় বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সল্ল ল্লাহু 'আলায়হি অ সাল্লাম অত্যন্ত উচ্চ দীর্ঘকায়ও ছিলেন না এবং পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট মাংসপেশীযুক্ত খর্বকায়ও ছিলেন না; বরং তিনি তাঁহার গোত্র ও সমাজের লোকদের মধ্যে মধ্যম উচ্চ ছিলেন। তিনি অত্যধিক কুঞ্চিত কেশ-বিশিষ্টও ছিলেন না এবং একেবারে সটান কেশ-বিশিষ্টও ছিলেন না; বরং তাঁহার কেশদাম কুঞ্চিত অথচ সটান ছিল (অর্থাৎ কুঞ্চিত হওয়া সত্বেও লম্বাভাবে ঝুলিত)। তাঁহার শরীর নাদুস-নুদুস ও মুখ ফোলা-ফোলা ছিল না (অথবা পাতলা ছিপছিপেও ছিল না)। তাঁহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না, তবে তাঁহার মুখমণ্ডলে সামান্য গোলাকার ভাব ছিল। শরীরের বর্ণ ছিল শুভ্র-লোহিতাভ। চক্ষুদ্বয়ের তারকা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং চক্ষুদ্বয়ের পাতার চুল দীর্ঘ ছিল। অস্থি-গ্রন্থিগুলি এবং গ্রীবামূল উন্নত ও সুস্পষ্ট ছিল। হস্ত-পদ লোমশূন্য ছিল; লোমের একটি সরু রেখা বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত বিলম্বিত ছিল। হাতের তালু, পায়ের তলা এবং হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি মাংসল ছিল। পথ

غفرة "গুফ্‌রাহ"—হযরৎ বিলাল রাঃ-র এক বোনের নাম 'রাবাহ' (رباح) এবং ঐ রাবাহ এর কন্যা হইতেছেন এই গুফ্‌রাহ্‌।

www.ahlehadeethbd.org

চলাকালে এমনভাবে পূর্ণরূপে পা উঠাইয়া চলিতেন যেন নিম্ন স্থানে অবতরণ করিতেছেন। তিনি যখন কোন দিকে তাকাইতেন তখন পূর্ণভাবে ফিরিয়া তাকাইতেন। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে নুবুওতের মোহর ছিল। বস্তুতঃ তিনি নাবীদের শেষ জন। তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে অন্তর হিসাবে সর্বাধিক দাতা, জিহ্বার দিক দিয়া সর্বাধিক সত্যবাদী, স্বভাবে সর্বাধিক কোমল এবং আত্মীয়তা রক্ষা ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু। যে কেহ তাঁহাকে প্রথম প্রথম দেখিত তাহারই মনে ভক্তি-মিশ্রিত ভয়ের উদয় হইত এবং যে কেহ তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য অথবা অবহিত হইবার পরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিত সেই তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিত। তাঁহার যে কোন বিবরণ দানকারী ইহাই বলে, "তাঁহার অনুরূপ কাহাকেও আমি তাঁহার পূর্বেও দেখি নাই, তাঁহার পরেও দেখি নাই। আল্লাহ তাঁহার প্রতি দয়া করুন এবং তাঁহাকে নিরাপত্তা দান করুন।"

আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন, আমি আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়নকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি নাবী সল্লাল্লাহু

تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت

এই হাদীসে যে সব কঠিন শব্দের ব্যাখ্যার প্রয়োজন তাহা গ্রন্থকার স্বয়ং এই হাদীসের শেষে আসমা'ঈর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহা মূলে দ্রষ্টব্য।

তাহা ছাড়া এই হাদীসে তিনটি শব্দের অন্য প্রতিলিপিও পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

عشيرة ('আশীরাতান্) স্থলে عشرة ('ইশরাতান্)ও আসিয়াছে। আসমা'ঈর ব্যাখ্যায় 'ইশরাৎ শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 'আশীরাতুন্ শব্দের অর্থ দেওয়া হয় নাই। উহার অর্থ হইতেছে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজন (সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪) আর 'ইশরাতুন্ শব্দের অর্থ মেলা-মেশা, পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার ও সাহচর্য ইত্যাদি।

بديهة (বাদীহাতান্) স্থলে بداهة (বাদাহাতান্)ও আসিয়াছে। উভয়ের অর্থ একই।

'ফাজা'তুহু' শব্দটি আর একভাবে লেখা ও পড়া হইয়া থাকে। তাহা হইতেছে 'ফাজি'তুহু' (فجئته)।

Contents

আল'য়হি অ স'ল্লাম এর গুণ'বলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসমা'ঈকে বলিতে শুনিয়াছি :

الاصمعي يقول في تفسير صفة النبي

الاصمعي আস্মা ঈর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

আসমা'ঈ হইতেছে উপাধিবিশেষ। তাঁহার পূর্ণ নাম আবু সা'ঈদ আবদুল মালিক (عبد الملك); পিতার নাম কুরাইব (قريب)। তাঁহার পিতামহের পিতামহের নাম ছিল আস্মা' এবং ঐ নামের কারণে তিনি আসমা'ঈ (অর্থাৎ আস্মা'ঈর বংশধর) উপাধিযোগে সবিশেষ পরিচিত হন।

আস্মা'ঈ হিজরী ১২২ অথবা ১২৩ সনে বাস্রা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মভূমি বাস্রা নগরেই ইন্তিকাল করেন। তাঁহার ইন্তিকালের সন সম্পর্কে হিজরী সন ২১৩, ২১৫, ২১৬ ও ২১৭ এই চারিটি মত পাওয়া যায়। তিনি একজন সুবিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কবিও ছিলেন। ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় তিনি প্রায় পঞ্চাশ খানা গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া তাঁহার কবিতারও কয়েকটি গ্রন্থ রহিয়াছে। আরব কবিদের প্রায় ষোলো হাযার কবিতা তাঁহার মুখস্থ ছিলো।

আসমা'ঈ ইমাম মালিক প্রমুখ তাবি'ঈ ও তাবি'-তাবি'ঈদের নিকট হইতে হাদীস শিক্ষা করেন। আবার ইমাম মালিকও তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করেন বলিয়া আসমা'ঈ স্বয়ং উল্লেখ করেন।

বিরল ও স্বল্প প্রচলিত শব্দ সমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যাদান ব্যাপারে আসমা'ঈ একজন প্রামাণিক নির্ভরযোগ্য ইমাম (authority) বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি আরবদের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ঐ সব অর্থ প্রকাশ করিতেন।

ইমাম শাফি'ঈ বলেন, "কোনও আরববাসী আসমা'ঈর ন্যায় এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই।" তিনি আরো বলেন, "এই বাহিনীতে (অর্থাৎ ভাষাবিদদের মধ্যে) আসমা'ঈ অপেক্ষা অধিকতর যথার্থভাষী আর কাহাকেও দেখি নাই"। ইমাম শাফি'ঈর এইরূপ মন্তব্য করার কারণ এই যে, বাস্রার অগণিত ভাষাবিদদের মধ্যে মাত্র চারি জন সুন্নাতের পাকা পাবন্দ ছিলেন, আর আসমা'ঈ ছিলেন ঐ চারিজনের একজন। বস্তুতঃ, কুরআনের তাফসীর ব্যাপারে আসমা'ঈ যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন হাদীসের ব্যাখ্যা ব্যাপারেও তিনি সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। যে শব্দের যে অর্থে আরব ভাষাবিদদের অধিকাংশই একমত কেবলমাত্র সেই অর্থই তিনি গ্রহণ করেন এবং উহার বিপরীত মত তিনি হয় তো বর্জন করেন অথবা প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বাল প্রমুখ মুহাদ্দিস-গণ আসমা'ঈকে হাদীস বর্ণনা ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য 'সিকাহ্' (ثقة) বলিয়া উল্লেখ করেন।

সুনান-গ্রন্থকার **ইমাম আবুদাউদ** বলেন, "আসমা'ঈ হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সত্যবাদী (صدوق) ছিলেন।"

ইমাম মুসলিম তাঁহার সাহীহ হাদীস গ্রন্থের মুকাদ্দি-মাতে 'নাসর' এর মাধ্যমে আস্মা ঈ হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। অনন্তর ইমাম নওয়াবী ঐ হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসমা'ঈ সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন যে, আরবী ভাষার ইমামদের মধ্যে এবং অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ইমামদের মধ্যে আসমা'ঈ একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সাহীহ মুসলিম ১।১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমীরুল-মুমিনীন হারুনুর রাশীদের দরবারে আসমা'ঈ বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেন। আমীরুল-মুমিনীন মা'মুন আসমা'ঈকে তাঁহার বাসভূমি বাস্রা ছাড়িয়া বাগদাদ আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে তাঁহার আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অনন্তর মামুন জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধানের জন্য সেগুলি আসমা'ঈর নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসে বর্ণিত কতিপয় জটিল শব্দের অর্থ আসমা'ঈর বরাত দিয়া বর্ণনা করেন।

www.ahlehadeethbd.org

صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب
طولا، قال وسمعت اعرابيا يقول
في كلامه تمغط في نشابته اي
مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل
بعضه في بعض قصرا، واما القطط
فالشديد الجعودة والرجل الذي في
شعره حجونة اي تثنى قليلا،
واما المطهم فالبادن الكثير اللحم،
والمكلثم المدور الوجه، والمشرب
الذي في بياضه حمرة، والادعج
الشديد سواد العين، والاهدب الطويل
الاشفار، والكتد مجتمع الكتفين
وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق
الذي كانه قضيب من الصدر الى

‘আল্‌-মুমাগ্‌গাৎ’ হইতেছে উচ্চতায় অগ্রণী ; তিনি বলেন, ‘তীরকে (ধনুকে) খুব জোরে টানিল’ -এই ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া এক জন বেদুঈনকে আমি ‘তামাগ্‌গাতা ফী নুশ্‌শাবাতিহী’ বলিতে শুনিয়াছি।

খর্বকায় হওয়ার কারণে যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক অংশ অপর অংশের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে তাহাকে ‘মুতারাদ্‌দিদ’ বলা হয়।

‘কাত্তাত’ এর অর্থ অত্যধিক কুঞ্চন এবং ঐ ব্যক্তিকেও বুঝায় যাহার চুলে কুঞ্চন রহিয়াছে—(ইমাম তিরমিযী বলেন) অর্থাৎ কিছু বক্রতা রহিয়াছে।

‘মুত্‌তাহাম’ হইতেছে স্থূলকায়, অধিক মাংসল শরীর বিশিষ্ট।

‘মুকাল্‌সাম’ এর অর্থ গোল মুখমণ্ডল বিশিষ্ট।

‘মুশ্‌রাব’ ঐ ব্যক্তি যাহার শরীরের শুভ্র বর্ণে কিছু লোহিত বর্ণের আমেয থাকে।

‘আদ্‌’আজ’ যাহার নয়ন-তারা অত্যন্ত কাল এবং ‘আহদাব’ যাহার চোখের পাতার চুল দীর্ঘ।

‘কাতাদ’ এর অর্থ দুই কাঁধের মিলনস্থল বা গ্রীবামূল।

‘মাসরুবাহ্‌’ বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত বিলম্বিত সরু চুল-রেখা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'শাস্ন' হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি মোটা মোটা।

তাকাল্লু' দৃঢ়পদে চলা। 'সাবাব' নিম্নস্থান; তুমি নিম্নস্থানে নামিলে বলিয়া থাক 'সাবুব' বা 'সাবাব' এ নামিলাম।

'জালীলুল্ মুশাস' বলিয়া বর্ণনাকারী মুশাশ অর্থে কাঁধ ও বাহুর সংযোগস্থল বুঝান। [এখানে আসমাঈ মুশাশ শব্দটিকে তাহার ব্যাপক অর্থে ব্যবহার না করিয়া একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ 'মুশাশ' ও 'কুরদূস' উভয়েরই অর্থ এক। উভয়েরই অর্থ একাধিক হাড়ের সংযোগস্থল। এই অর্থে 'মুশাশ' বলিতে আসমাঈ বর্ণিত স্থান বুঝাইবার সঙ্গে সঙ্গে কনুই, কব্জি হাঁটু ইত্যাদিও বুঝাইয়া থাকে।—অনুবাদক]

'ইশরাৎ' অর্থ সঙ্গ এবং 'আশীর' অর্থ সঙ্গী। 'বাদীহাৎ' শব্দের অর্থ হঠাৎ ঘটা। আমি যদি কাহারও নিকট কোন ব্যাপার হঠাৎ উপস্থাপিত করি তাহা হইলে বলা হয় 'বাদাহ্তুহু বি-আম্রিন্'।

السرة، والشثن الغليظ الاصابع من
الكفين والقدمين، والتقلع ان
يمشي بقوة، والصبب الحدور، تقول
انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله
جليل المشاش يريد رؤوس المناكب
والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب،
والبديهة المفاجاة يقال بدهته
بامر اى فجاته.

www.ahlehadeethbd.org

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের

খৃষ্টান জগতে বহু বিবাহ

পুরাতন বিধানে বহু বিবাহের অনুমতি থাকায় এবং নব বিধানে তাহা নিষিদ্ধ না হওয়ায় খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে খৃষ্টানদের মধ্যে অবাধ বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন স্ত্রী-ধার, ঘন ঘন স্ত্রী-বদল, রক্ষিতা রাখা, সতিত্ব রক্ষার কড়াকড়ির অভাব প্রভৃতি নানা কারণে দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু বিবাহেরও উদ্ভব হয়। লোকে এ ব্যাপারে এতবেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে যে, সম্রাট ডায়োক্লেটিয়ান (২৮৪—৩০৫ খৃঃ) বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নে বাধ্য হন। সম্রাট কনস্টানটাইনই (মৃঃ ৩৩৭) সর্ব প্রথম খৃষ্টান ধর্মকে স্বীকৃতি দান করেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়েই একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের সকলেই এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। এই যুগের বিশপেরাও গৃহীদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই, তাহাদের কয়েক জনেও একাধিক বিবাহ করেন।

জাষ্টিনিয়ান দেওয়ানী আইন বিধিবদ্ধ করিয়াও ইহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই, বরং প্রকাশ্য বাধা পাইয়া লোকে বাঁকা পথ ধরিল। বহু বিবাহে চিরাভ্যস্ত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় পত্নী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। বর এবম্বিধ বিবাহে ডাইন হাতের পরিবর্তে কনের বাম হাত ধরিতেন বলিয়া ইহা মর্গানেটিক বা বাম হাতী বিবাহ নামে পরিচিত হইল। (১)

ইহাদের বা ইহাদের সন্তান সন্ততির পিতৃ সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকিত না। স্বামী বা পিতা যদৃচ্ছ ইহাদের তাড়াইয়া দিতে পারিত। মোটের উপর ইহারা ছিল এক প্রকার রক্ষিতা এবং ইহাদের সামাজিক মর্য্যাদা ছিল মুসলমানদের 'খাদিমার' চেয়েও নিকৃষ্ট। সন্তানেরা হইত জারজ ও সমাজচ্যুত, ফলে নারীদের সম্মানের আরও অবনতি ঘটিল।

গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্বর রাজারা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের পরেও বহু বিবাহের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা যত ইচ্ছা তত স্ত্রী গ্রহণ করিতেন। বারগাণ্ডীর রাজা সিগিসমাণ্ডের দুই স্ত্রী ছিল। সেণ্ট কলম্বানাস্‌কেই সর্ব প্রথম বহু বিবাহের নিন্দা করিতে দেখা যায়। এ জন্য বহু পত্নীক থিয়ারী তাহাকে গল হইতে নির্বাসিত করেন। নিউষ্ট্রিয়ার রাজা সিলফারিক ও অষ্ট্রেসিয়ার রাজা সিজবার্ট ও থিউডেবার্ট বহু বিবাহ করেন। ফ্র্যাঙ্ক-রাজ কারিবার্ট ও বারগাণ্ডীর গণ্ট্রাম প্রত্যেকেরই তিন স্ত্রী ছিল। ফ্রান্সের রাজা ক্লোভেয়ার এবং দাগাবার্ট একাধিক পত্নী গ্রহণ করেন। ইহাদের সকলেই ষষ্ঠ হইতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক।

কার্লোভিঞ্জিয়ার রাজা ছোট পিপিনের দুই স্ত্রী ছিল। সম্রাট শার্লেমেন সর্বাপেক্ষা ধার্মিক খৃষ্টান রাজা বলিয়া সম্মান পাইতেন। তাঁহারও দুই

(১) Letourneu; Evulution of marriage, 203; Islamic. Review, July, 1926, P. 253; Ameer Ali, A Short History of the Saracens, 185—87.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে সময় সময় ছয় বা নয়জন পর্য্যন্ত পত্নী থাকিত। এমন কি পুরোহিতেরাও ইহার লোভ সামলাইতে পারিতেন না। বৃটেনের ডিউক দ্বিতীয় কোলানের অজস্র সৈন্যের প্রত্যেকেরই দশ বার জন করিয়া স্ত্রী ছিল। [২]

ইটালীর রাজা লথেয়ার, সপ্তম আর্ণফলান, এরিবার্টাস্ এবং হাইকার্পিয়াস ও তাহার পুত্রদের সকলেই বহু বিবাহ করেন। গ্রীকদের রাজা লিও চারি বিবাহ করেন। [৩] নরওয়ের প্রত্যেক রাজা মায় দরবেশ ওলাক ও ক্রুসেডার সিগার্ড বহু বিবাহ করেন; ওলাকের (মৃঃ ১০৩০) নয় স্ত্রী ছিল। আইসল্যাণ্ডে কেহ দ্বিতীয় বিবাহ করিলে সেই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হইত জারজ, কিন্তু নরওয়ের বহু পত্নীক ঘরের সন্তান সেখানে (আইসল্যণ্ডে) বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইত।

১০৬০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান ধর্ম সমাজ সরকারী-ভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। ইহার পরেও ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ থিউডেটাস ও নরওয়ের রাজা সিগার্ড (১১৩০ খৃঃ) দারান্তর গ্রহণ করেন। ক্যাষ্টাইলের রাজা ডন পেদ্রু ও তুলুজের কাউন্ট রেমণ্ডের তিন স্ত্রী ছিল। সিসিলীর নরম্যান ভূপতিরা (১০৬০—১১৯৪) বরাবরই বহু বিবাহ করিতেন। নরম্যান অভিজাতেরা মৃগ নয়না মূর সুন্দরীদের দ্বারা তাহাদের হেরেম ভর্তি করিয়া রাখিতেন। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বা-রোসাও (মৃত্যু ১১৯০) তাহাই করিতেন। [৪]

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে এনাব্যাপ্টিষ্টরা মুনষ্টারে প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করে যে, খৃষ্টান মাত্রকেই বহুবিবাহ করিতে হইবে। এই আন্দোলনের নেতা মেথিগেন নিহত হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী জোহান বার্কফিল্ড চারি বিবাহ করেন; ঈশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার কাছে নাকি ওহী আসিত। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে এই অপরাধে অনুচরসহ তাঁহার ফাঁসি হইলে এনাব্যাপ্টিষ্টরা হল্যাণ্ডে ও জার্মানীতে পলাইয়া যায়। ১৫৩৯ সনে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মগুরু মার্টিন লুথার ও মেলাঙ্কথন হেসের সামন্ত ফিলিপের দারান্তর গ্রহণে সম্মতি দেন। লুথার ইংলণ্ডের ৮ম হেনরীকেও স্ত্রী ত্যাগ না করিয়া পুনর্বিবাহের আদেশ দেন। (৫)

ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে জার্মানী উৎসন্ন হইয়া গেলে লুনেম্বার্গের ক্রিষ্টান মহাসভায় প্রত্যেকেরই দুই বিবাহ করা উচিত বলিয়া একটি প্রস্তাব পাশ হয়, ফলে কিছুকাল দ্বিতীয় বিবাহকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এক শতাব্দী পরেও লুথরান পাদ্রীরা প্রুশিয়ার রাজা ২য় ফ্রেডারিকের (মৃঃ ১৮১৫) পুনর্বিবাহে সম্মতি দেন। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে জার্মানদের মধ্যে বহুবিবাহ বন্ধ হয় নাই।

মধ্যযুগের একটা বৃটিশ আইন অনুযায়ী দুই বিবাহকারী কয়েদী ধর্মোপদেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উচ্চপদস্থ লর্ড, লর্ড দুহিতা, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি লোকে লণ্ডনের ফ্লীট কারাগারে কিম্বা মিন্ট,

(২) Lecky: Rationalism in Europe, vol. ii, 144; Spencer: Introduction to Anthropology, vol. I, 679; Historian's history of the World, vol. 7, 573—79, 349; Masterman: Dawn of Mediaeval Europe. 104—5; August Bebel: Woman, 33; Hallam: Europe during the middle ages, vol. 1, 402.

(৩) History of the World vii, 578—79, 228; Ameer Ali, 626; Lecky ii 137—38.

(৪) Lecky, ii, 127—38; History of the World, vii, 228; vi, 86; Lodge, the end of middle Ages, 245; Ameer Ali, 626.

(৫) Watermarck, Marriage, 61; Encyclopaedia Brittanica, vol- I, 737; Smith, Life and letters of Martin Luther, 374)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্যাভয় ও মেকেয়ার গির্জায় গিয়া প্রায়ই মিথ্যা নাম তারিখ দিয়া একপ্রকার অনিয়মিত বৈধ বিবাহ করিতেন ; ইহা 'ফ্লীট বিবাহ' নামে পরিচিত হয়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডউইক এক আইন পাশ করিয়া ইহা বন্ধ করিলে ইহারা স্কটল্যাণ্ডের গ্রেটনাগ্রীন গ্রামে গিয়া মতলব হাসিল করিয়া আসিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের তালাক আইনের পূর্বে বিবাহ ভঙ্গ করার জন্য ভিন দফা ফৌজদারী মামলা রুজু করিতে হইত ; গরীবেরা এই ঝামেলা ও অর্থব্যয় এড়াইবার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করিত। কেহ প্রকাশ্যে দারান্তর গ্রহণ করিতে না পারিলে রক্ষিতা বা উপপত্নী রাখিত। জাষ্টিনিয়ানের আইনে ইহা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। ইহা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুবিবাহ। পালার্মো ও দক্ষিণ ইতালীর নগরসমূহে ফ্রেডারিক বার্বারোসার বিরাট হেরেম ছিল। ইংলণ্ডের ২য় চার্লস, ফ্রান্সের ১৪শ ও ১৫শ লুই প্রভৃতি রাজারাও পালে পলে উপপত্নী পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন ; চতুর্দশ লুই উপপত্নীদের জন্য রাষ্ট্রকে প্রায় দেউলিয়া করিয়া যান। রাজন্যবর্গের বেলায় এই পরিবর্তিত আকারের বহুবিবাহ বিশেষ অধিকার হইয়া দাঁড়ায়। মুসোলিনীরও একজন উপপত্নী ছিল রুমানিয়ার গদিচ্যুত রাজা কেরল তাঁহার দীর্ঘকালের উপপত্নীকে মৃত্যুশয্যায় পত্নীর মর্যাদা দেন। জার্মানীতে মর্গানেটিক বিবাহ অদ্যাপি বর্তমান আছে। ফ্রান্সে রক্ষিতা প্রথা বহু গোত্রে স্বীকৃত যৌন মিলনের অঙ্গ। আমেরিকার উতাহ্ রাজ্যের মর্মনেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশ্যে অবাধ বহুবিবাহ অবলম্বন করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কঠোর দমননীতি চালাইয়াও ইহা সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই। লণ্ডনে তাহাদের বহু গির্জা ও জগতের সর্বত্র অজস্র প্রচারক রহিয়াছে। তাহারা নিজেদের বৈজ্ঞানিক খৃষ্টান বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের পয়গম্বর যোসেফ স্মিথ তাঁহার মতের সমর্থনের জন্য বাইবেলের উত্তর ভাগ (continuation) আবিষ্কার করেন।

অধ্যাপক লেটনীও বলেন, "শ্বেত জাতিগুলি স্বর্গ হইতে কোন সনদ লইয়া আসে নাই ; অন্যান্যদের ন্যায় জন্তু জীবন হইতে তাহাদেরও উদ্ভব, অন্যান্যের ন্যায় তাহারাও বহুপত্নীক জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে।" তবে যাহারা আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে বহুবিবাহ করিতে পারিতেছে না, তাহারা বেনামে তাহাদের যৌন আকাঙ্খা নিবৃত্তি করিতেছে, এইমাত্র পার্থক্য। (৬)

সুতরাং নিজেরা কাঁচের ঘরে বাস করিয়া নিয়ন্ত্রিত ও বিরল বহুবিবাহের জন্য মুসলমানদের দোষ দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিক।

(৬) Water marck, iii, 50—51 ; Spencer, I, 665, 680, Ameer Ali, 186 ; Urlin : A short history of marriage ; Encyclopaedia Brittannica, vol. vii, 302 ; Universal History of the world, vol. iv, 2630 ; vol. vii, 3994—97, 4000—4 ; Amrita Bazar Patrica, 9.7.47 ; Sexual Reform Congress, 56 ; Letourneu, 136—139

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন
ও
মুহাম্মদ আবদুর রহমান

সাহাবা জীবন-চরিত

[পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাপ্তাহিক মুখপত্র আরাফাতে "সাহাবা জীবন চরিত" শিরোনামায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) জীবন চরিতের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে এবং হযরত ওমরের (রাঃ) জীবন চরিতের প্রকাশ শুরু হইয়াছে। অতঃপর আরও বহু সাহাবীর জীবনী এবং চরিত্র উহাতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

কোন কোন সাহাবীর কোন কোন কার্য সম্পর্কে মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশে বিরূপ ধারণার এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। অতীতে যেমন, বর্তমানেও তেমনই উক্ত ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়োজন রহিয়াছে। যে সব সাহাবার সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তন্মধ্যে ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ইব্‌নে আবিতালিবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পূর্বের ন্যায় বর্তমান যুগেও কিছু সংখ্যক লোকের ভ্রান্তি দ্বারা বহু লোক বিভ্রান্ত হইতেছে। অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যের সাহায্যে প্রকৃত অবস্থার পর্যালোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ আলোচনার ক্ষেত্ররূপে আরাফাত অপেক্ষা তর্জুমানের পৃষ্ঠাই অধিকতর প্রশস্ত। তাই এখানেই উহা শুরু করা হইতেছে।—লেখক]

হযরত উসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান (রাঃ)

উসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান, ইব্‌নে আবুল "আস, ইব্‌নে উমাইয়াহ্‌, ইব্‌নে আব্‌দ্‌ শামস, ইব্‌নে আব্‌দ মানাফ, আবু আমর আবু আবদুল্লাহ আল্‌-কুরায়শী আল-উমাবী, আমীরুল মুমেনীন, খলী-ফাতুল মুসলেমীন, যুন্‌-নূরাইন, সাহেবুল হিজ-রাতাইন।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বংশের উর্ধতন পুরুষের সহিত হযরত উসমানের বংশের উর্ধতন পুরুষ এইভাবে মিলিত হইয়াছে :

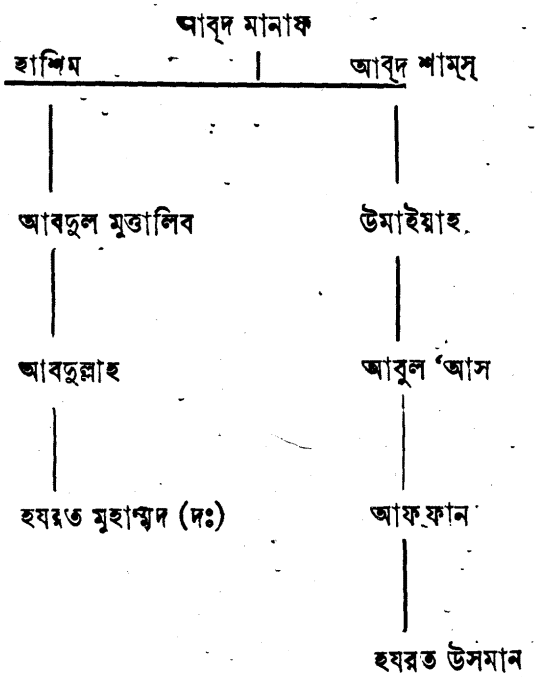

www.ahlehadeethbd.org

হযরত উসমানের (রাঃ) মাতার নাম আর্‌ওয়া, নানার নাম কুরাইয।

ইব্‌নে হজর আসকালানী তদীয় 'চরিত গ্রন্থ' এসাবায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত উসমান রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে বয়সে মাত্র ৬ বৎসরের ছোট। সুতরাং তাঁহার জন্ম হয় ৫৭৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার বাল্যজীবন ও যৌবনকালের কথা আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নাই। তিনি কি করিয়া ইসলামে দীক্ষা লইয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) এর অন্যতম জলীলুলকদর সাহাবার মর্যাদা এবং প্রিয় পাত্র হওয়ার সুযোগলাভ করিলেন অতঃপর আমরা তাহাই বর্ণনা করিব।

হযরত উসমানের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

হযরত উসমান ইব্‌নে আফ্‌ফানের ইসলাম গ্রহণের যে বিবরণ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় উহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে,

হযরত উসমানের খালা সু'অদা বিন্‌তে কুরাইয ছিলেন জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শিনী। তিনি সেই বিদ্যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। একদা তার খালার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি হযরত উসমানকে লক্ষ্য করিয়া ছন্দময়ী ভাষায় বলিয়া উঠিলেন,

(উসমান!) তোমার জন্য শুভ সংবাদ! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! আল্লার কসম! তুমি বিবাহ করিয়াছ (অর্থাৎ করিবে) এক অপূর্ব সুন্দরী ও অনুপম চরিত্রের অধিকারিণীকে। তুমি কুমার, যাহাকে লাভ করিতেছ সেও কুমারী। অধিকন্তু সে এক মহাসম্মানস্পদ ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির কন্যা। ... ...

তার পর তিনি বলিলেন,

عثمان لک الجمال ولك اللسان
وهذا النبي معه البرهان ارسله
بحقة الديان وجاءه التنزيل والفرقان
فاتبعه لا تغتا لک الاوثان •

উসমান! তোমার দৈহিক রূপ লাবণ্য আছে, এবং (হক কথা প্রকাশের উপযোগী) ভাষাও তোমার রহিয়াছে।

(জানিয়া রাখ!) এই যে নবী (মুহাম্মদ মুস্তফা) দঃ, তাহার সঙ্গে আছে সত্যের অকাট্য প্রমাণ।

সত্য ধর্ম সহকারে আল্লাহ তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।

তাহার নিকট আসিয়াছে অবতীর্ণ পয়গাম ও সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী গ্রন্থ।

সুতরাং তুমি তাঁহার অনুসরণ কর, প্রতিমা সমূহ যেন তোমাকে হক পথ হইতে বিপথগামী না করিয়া দেয়।

হযরত উসমান রাঃ) ইতিপূর্বেই (দঃ) নবীর প্রচারিত দীন সম্পর্কে ভাবিতে শুরু করিয়াছিলেন। খালা আম্মার কথায় তাহার চিত্তচাঞ্চল্য বাড়িয়া গেল। মনের এই বিক্ষুব্ধ অবস্থা লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট। হযরত উসমানের চেহরা দেখিয়াই মনস্তত্ববিদ হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার মনের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি উসমান রাঃ কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

ভাই উসমান, তুমি একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, হক ও বাতিল আজও তোমার নিকট অপ্রকাশিত থাকা উচিত নহে। তুমিই বল দেখ, এই যে পাথরের বুতগুলিকে ওরা পূজা করিয়া চলিয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

উহারা কি কিছু শুনিতে পায়, না দেখিতে পায়? উহাদের দ্বারা কি কাহারো কোন উপকার সাধিত হইতে পারে, না ক্ষতি?

হযরত উসমানের (রাঃ) হৃদয়ে পূর্বেই ঝড় উঠিয়াছিল, এখন উহাতে তীব্রতা দেখা দিল। সেই ঝড়ের আলোড়নে তাহার ভিতরের মানুষটি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ফলে তিনি হযরত আবূ বকরের (রাঃ) কথার জওয়াব দিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন, প্রকৃত সত্য তাহাই—এই প্রস্তর মূর্তিগুলির কোনই ক্ষমতা নাই। উহাদের পূজা নিরর্থক।" সিদ্দীকে আকবর বলিলেন, তোমার খালা সু'অদা অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন, মুহাম্মদ (দঃ) বিন আবদুল্লা—আল্লার সত্য রসূল, আল্লাহ তাঁহাকে সমস্ত মানব-মণ্ডলীর জন্য পয়গম্বর করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। চল আর দেরী নয়, এখনই রসূলুল্লাহ (দঃ) এর খিদমতে গিয়া হাজির হই, তাহার বাণী শ্রবণ কর।

হযরত উসমান রাঃ আর কাল বিলম্ব করিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে হুযুরের (দঃ) খেদমতে গিয়া হাযির হইলেন। নবী (দঃ) হযরত উসমানকে (রাঃ) দেখিয়া এরশাদ ফরমাইলেন,

'উসমান! আল্লাহ তোমাকে সুখ সমৃদ্ধ চিরন্তন জীবনের পথে আহ্বান জানাইতেছেন আল্লাহর সে আহ্বানে সাড়া দাও, বিশ্বাস কর—আমি আল্লার নবী, তোমাদের প্রতি এবং তামাম মখলুকের প্রতি আমি সত্য জীবন-বিধান সহকারে প্রেরিত।"

হযরত উসমান স্বয়ং বলিতেছেন, "একমাত্র আল্লাই জানেন আল্লার নবীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ আমার অন্তরে কি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল, আমার মনের দ্বিধা এক নিমেষে দূর হইয়া গেল, মুহূর্তেই সত্যের জ্যোতিঃ আমার হৃদয়-গহ্বরকে আলোক রশ্মিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। আমি স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিলাম, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

ইসলাম গ্রহণের কয়েকদিন পরই হযরত উসমানের সহিত রসূলুল্লার (দঃ) কুমারী কন্যা রুকাইবার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া যায়।

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

রমযানের পর

মাহে রমযান এক বৎসরের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, উহাকে এই বৎসরে আর দেখা-দেখা যাইবে না, পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারাই উহার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হইবে। রমযান এমন একটি বরকতএর মওসম, যে মওসমে কেবল সমৃদ্ধি ও উৎপন্ন ফসল আহরণ করা হয়। উহা দ্বীনের একটি বসন্ত ঋতু, এই ঋতুতে সারা মসলিম জাহান ফলে ফুলে ও সবুজ বৃক্ষ লতায় সজ্জিত হইয়া উঠে, এ সময় চতুর্দিকে শুধু সবুজের তরঙ্গমালা উত্থিত হয়, ফল ফুলের বাগান সজ্জিত হইয়া উঠে, এরূপ সুযোগে কোন বুদ্ধিমান মানুষ হেলায় হারায়না, সে উহাকে কেবল দর্শনীয় বস্তু ভাবিয়া দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সে উহাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতেও যত্নবান হয়, সে প্রস্ফুটিত কুসুম গন্ধের সুঘ্রাণ লইয়া স্বীয় মন মগজকে তাজা করে, সবুজ দৃশ্যাবলী অবলোকন করিয়া দর্শন ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তিদান করে, ফুলবাগিচার বুলবুলিদের প্রাণ মাতান রাগিনী দ্বারা শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে ভাব—গদগদ করিয়া তোলে, সুস্বাদ ফলাদির আস্বাদ গ্রহণ করতঃ স্বীয় রসনাকে পরিতৃপ্ত করিয়া লয় এবং ফসল আহরণ করিয়া নিজেদের রসদখানা ভর্তি করে। আল্লাহ স্বীয় বান্দাগণের প্রতি অতি করুণাময়, তাঁহার বান্দাগণ চিরদিন পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত থাকুক ইহা তিনি চাহেন না, তাই তিনি তাহাদের উদ্ধারের জন্য ও শুদ্ধ হইবার সুযোগদান করার নিমিত্ত বৎসরের এমন একটি মাসকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে মাসে তিনি নিজের রহমত, ক্ষমা এবং মুক্তির দরজা অবাধ এবং উন্মুক্ত করিয়া রাখেন, যাহারা এই পরম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, তাহারাই পাপমুক্ত হইয়া পরম ধন্য এবং চরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয় আর যাহারা উহার সদ্ব্যবহার না করিয়া বৎসরের অন্যান্য মাসগুলির মত অভ্যাসগত চিরাচরিত জীবন যাপন করে, তাহারা বদনসীব এবং বঞ্চিত।

অতএব আমাদিগকে রমযান শেষে আনন্দে আত্মহারা হইলে চলিবেনা। এখন আমাদের আর একটি জরুরী কর্তব্য হইতেছে—আমাদের আত্ম পর্যালোচনা এবং বিবেকের কাছে জবাবদিহী করা। আমরা রমযানের পবিত্র মাসে কি পাইলাম আর কি হারাইলাম তাহার খতিয়ান করা প্রয়োজন। আমরা কি রমযানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছি? আমরা কি সত্যিকারভাবে শুদ্ধ হইতে পারিয়াছি? আমাদের জীবনের মোড় কি কি নেকীর দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে কি শরীয়ত বিরোধী কার্য্য কলাপের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছে? এই প্রশ্নগুলির সঠিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উত্তরের উপরই আমাদের রমযান ব্রতের সফলতাও কামিয়াবী এবং মহরূমী ও অসাফল্য নির্ভর করিতেছে।

ঈদুল ফিত্র

রমযানের কৃচ্ছ্র সাধনার পর আল্লাহর ওয়াদাকৃত অশেষ অনুগ্রহ লাভে বিশ্বাসী হইয়া, গরীব-মিসকীন মুসলিম ভ্রাতা ভগ্নিগণকে সাদকাতুল ফিত্র দানে অভাবমুক্ত করিয়া আল্লাহর দরবারে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে একত্রিত হইয়া শোকর গুযারীর যে দুই রাক্আত নামায আদা করা হয় উহাই ঈদুল ফিত্র। অন্যান্য জাতির উৎসবাদি এবং মুসলমানদের উৎসবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হইতেছে এই যে, অন্য জাতিরা নিছক পর্ব উদযাপন বা কোন জাগতিক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের কোন কোন নির্দিষ্ট দিবসে আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠে আর মুসলমানেরা আল্লাহর কোন বিশেষ অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভের জন্য ইবাদতের মাধ্যমে শোকরগুযারী করা উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে। ঈদুল ফিত্রের শুকরিয়া পালন উৎসবের আর একটি প্রধান এবং বিশেষ ভিত্তি হইতেছে—আল্লাহ তা'আলা রমযান মাসেই হাযার হাযার বৎসরের দ্বীনী নেতৃত্ব ও সরদারী এক বংশ শাখা হইতে অপর এক বংশ শাখায় হস্তান্তরিত করেন। হযরত ইবরাহীম আঃ-এর নেতৃত্ব তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক আঃ-এর বংশধরের মধ্যেই যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল এবং এই নেতৃত্বে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল আঃ এর বংশের কাহারও কোন অংশ ছিলনা। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমা এবং অশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি এই রমযান মাসেই তিনি উক্ত নেতৃত্ব ইসমাঈল বংশীয় একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সঃ এর নিকট চিরদিনের জন্য হস্তান্তরিত করেন এবং তিনি পূর্ণ পরিণত জীবন বিধানরূপে আলকুরআনকে নাযিল করিয়া বনী ইসহাকের প্রতি প্রেরিত পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিকে স্থায়ীভাবে মনসূখ বা রহিত করিয়া দেন। ইহা অপেক্ষা আর কি কোন বড় নিয়ামত এবং আনন্দের বস্তু হইতে পারে? ঈদুল ফিত্রের আনোন্দৎসবের ইহাই আসল তাৎপর্য্য। আমরা উম্মতে মুহাম্মদীয়া সেই নেতৃত্বেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা কি সেই নেতৃত্ব বহন করার উপযোগী? আমরা ঈদের আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই কিন্তু আমাদের অযোগ্যতার জন্য এক মুহূর্তও অনুতাপ করি না। আখেরী নবীর কিয়ামত পর্য্যন্ত ওয়ারিশ—এই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে একমাত্র ওলামায়ে কেরাম, বর্তমান যুগের আলিমগণ কি তাঁহাদের উপর ন্যস্ত এই মহান দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন এবং উহাকে কার্য্যকরী করিতে সক্ষম? তাঁহাদের যোগ্যতা ও শক্তি কতটা খালেস দ্বীনের জন্য আর কতটা দুনিয়া কামানর ফন্দী ফিকিরে ব্যয় হইতেছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

www.ahlehadeethbd.org

আরাফাতের বিশেষ কুরআন সংখ্যা

সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্য সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম বহন করিয়া—

সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকারের নৈরাজ্য ও পথভ্রষ্টতার আবর্ত হইতে মুক্তির আলোকোজ্জ্বল পথে আহ্বান জানাইয়া—

দুঃস্থ ও পীড়িত মানবতাকে জালেম ও শোষকের উৎপীড়ন হইতে মুক্তি দিয়া—সুস্থ ও সুষ্ঠু জীবন গঠনের সেরাতে মুস্তাকীম প্রদর্শন করিয়া—

চৌদ্দশত বর্ষ পূর্বে

রহমতুল্লিল আলামীন, সাইয়েদুল মুর্সালীন খাতেমুন নাবীয়্যীন **হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)** এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল

সূর্য সদৃশ আল-কুরআনুল মুবীন

মানুষের আদর্শ জীবন বিধানের ধারক ও বাহক এবং মনোজগতের সর্ববিধ পীড়ার ধন্বন্তরী মহৌষধ **সেই কুরআনুল মুবীন** আজও আমাদের পথ প্রদর্শকরূপে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান।

কুরআন মজীদের সেই সঞ্জীবনী শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরার মানসে এবং উহার বিশাল তফসীর-সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশে—আগামী

১৯শে ফেব্রুয়ারীর আরাফাত

বিশেষ কুরআন সংখ্যারূপে

প্রকাশিত হইবে।

কুরআন সম্পর্কে সুবিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ লেখকগণের গবেষণামূলক এবং তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধে এই সংখ্যাটি হইবে পড়ার, জ্ঞান আহরণের, প্রেরণা লাভের এবং ভবিষ্যৎ-উপকারের জন্য সংরক্ষণের উপযোগী একটি অমূল্য বস্তু।

মূল্যবান কভার ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদে সুসজ্জিত বহু বর্ধিত কলেবর এই বিশেষ সংখ্যাটির দাম হইবে—

মাত্র এক টাকা।

রেজিষ্ট্রীভুক্ত গ্রাহকগণ উহা বিনা মূল্যে পাইবেন, যাহারা এই সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে চান তাহারা পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৬·৫০ পয়সা অবিলম্বে পাঠাইয়া দিয়া উহা লাভ করিতে পারিবেন। যাহারা শুধু এই বিশেষ সংখ্যাটি পাইতে চান, তাহারা সাধারণ ডাকে নেওয়ার জন্য ১·১০ পয়সা এবং রেজিষ্টার্ড ডাকে গ্রহণের জন্য ১·৬০ পয়সা পাঠাইবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যাহারা রেজিষ্টার্ড ডাকে উহা পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করিতে চান, তাহারা অতিরিক্ত ·৫০ পয়সা অথবা উক্ত মূল্যের ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

এজেন্টগণ

তাহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত যত বেশী কপি পাইতে চান তাহা অবিলম্বে স্পষ্টভাবে লিখিয়া জানাইবেন, এজেন্টগণকে কমিশন বাদে প্রতি কপির জন্য ·৭৫ পয়সা দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি

আরাফাতের এই বিশেষ সংখ্যাটি বহু বর্ধিত আকারে এবং অনেক বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। আপনাদের পণ্যের খবর শহর ও মফঃস্বলের দূর দূরান্তরে পৌঁছাইবার জন্য ইহা হইবে এক উৎকৃষ্ট বাহন। ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা নিজেরাও উপকৃত হইবেন এবং একটি ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে উপকৃত করিবেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিজ্ঞাপন গৃহীত হইবে। বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য ম্যানেজারের সহিত অবিলম্বে ব্যক্তিগতভাবে অথবা পত্রযোগে যোগাযোগ করুন।

লেখকগণের প্রতি আরয

৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কুরআনের বিভিন্ন দিকে আলোক-সম্পাতকারী তথ্যমূলক সুলিখিত প্রবন্ধ এবং ভাবসমৃদ্ধ ও প্রেরণাসঞ্চারক কবিতা সাদরে গৃহীত হইবে।

যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক অথবা ব্যবস্থাপক, সাপ্তাহিক আরাফাত

৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২ ফোন: ৪৫৪৯০

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৭

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা ঢাকা

আফিসে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাস

১। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সালাম সেগুনবাগিচা আবদুল্লাহ খান হাউস এককালীন ১০, ২। মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাউসাইদ পোঃ আজমপুর উশর ৫, ৩। মোহাঃ মুজিবর রহমান ভূঞা সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর উশর ৩'২৫ ৪। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান ঠিকানা ঐ উশর ৩'৫০ ৫। মওলবী মোহাঃ মুজাম্মেল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এককালীন ১০, ৬। ডাঃ মোহাঃ আবুল হোসেন ১২০/বি চৌধুরীপাড়া মালিবাগ এককালীন ১৭,

আদায় মারফত মওলানা মোহাঃ রমযান আলী ছাহেব

প্রিন্সিপ্যাল, শরিষাবাড়ি মাদ্রাসা মোমেনশাহী

৭। কাকরান জামাত হইতে মারফত মোহাঃ হজরত আলী পোঃ ধামরাই ফিৎরা ৬, ৮। মারফত মোহাঃ উমেদ মাতব্বর ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫, ৯। মারফত মুহাঃ হাফিজুদ্দিন মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২, ১০। মারফত ডাঃ মোহাঃ হাবীবুর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২, ১১। মহিষাশী জামাত হইতে মুন্সী আবদুল আজিজ পোঃ মাণ্ডা ফিৎরা ১, ১২। আবদুল কুদ্দুস মিঞা ৮০ নং কাযি আলাউদ্দিন রোড এককালীন ২৫, ১৩। মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাউসাইদ পোঃ আজমপুর উশর ৫, ১৪। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর উশর ৩'৫০ ১৫। মোহাঃ আবদুর রউফ কণ্ট্রাক্টর নাজিরা বাজার এককালীন ৫, ১৬। মোহাঃ আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লি লুৎফর রহমান লেন কুরবানী ৪'৭৫ ১৭। আবদুল করিম পাহলোয়ান মোহাম্মদপুর এককালীন ১২, ১৮। মুছাম্মাৎ ফিরোজা খাতুন পিতা মোহাঃ ইদ্রিস কাযী আলাউদ্দীন রোড, এককালীন ১৫,

১৯। মোহাঃ এনায়েত আলী বেপারী নাজিরা বাজার এককালীন ৩, ২০। আলহাজ শেখ আবদুল কাদের নারায়ণগঞ্জ আকীকা ৬, ২১। আলহাজ মোহাঃ নূরহোসেন সহকারী সেক্রেটারী মাদরাসাতুল হাদীসের ছাত্রদের অযিফার জন্য এককালীন ৫০০, ২২। আবদুল আওয়াল ২১নং হাজী আবদুর রশীদ লেন কুরবানী ১০, ২৩। মোহাঃ হাবিব মিঞা ওরফে ফিক মিঞা ৪৩নং মালিটোলা কুরবানী ১০, ২৪। মোহাঃ আজিজুর রহমান পাক পাবলিশার্স ৩৩/২ বাংলা বাজার এককালীন ১০, ২৫। বংশাল জামাতের পক্ষে মারফত মৌঃ মোহাঃ আতীকুল্লাহ মুতাওয়াল্লী মৌঃ এবং মোহাঃ আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী সাহেবান কুরবানী ৯২১'৬২।

যিলা মোমেনশাহী

১। মকছেদ আলী আহমাদ সাং জোড়খালী পোঃ গুনারীতলা যাকাত ৩, ২। মৌঃ মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ কাঞ্চন এককালীন ২০,

যিলা কুষ্টিয়া

১। ডাঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ মেহেরপুর এককালীন ৫,।

যিলা পাবনা

১। মোহাঃ ইউসোফ সাং স্বরূপচর এককালীন ১,।

যিলা রাজশাহী

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ জার্জিস সাহেব

ক্লথ মার্চেন্ট সাহেব বাজার

১। মৌঃ মোহাঃ জার্জিস ক্লথ মার্চেন্ট সাহেব বাজার পোঃ ঘোড়ামারা বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে আদায় যাকাত ২, ফিৎরা ১, কুরবানী ২৭, এককালীন ৪৬, অন্যান্য ১,।

www.ahlehadeethbd.org

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

২। মোহাঃ খিলুর রহমান সাং পাঁচগাছিয়া পোঃ কাকনহাট এককালীন ২০৲ ৩। মুন্শী মোহাঃ মকবুল হোসেন দেবীনগর উশর ৬৲ ৪। মোহাঃ শওকাত আলী সরদার নদীপার বাহাদুর পাড়া পোঃ চঁচৈর কুরবানী ১৫৲ ৫। মোঃ মোহাঃ সেকান্দার আলী সাং আতা নারায়ণপুর পোঃ গোছা যাকাত ১৫৲ ৬। হাজী মোহাঃ হারুনর রশিদ সাং ভদ্র খোণ্ডা পোঃ সরঞ্জার এককালীন ৫৲ ৭। মোঃ মোহাঃ আলতাফুর রহমান সাং ইসলামপুর পোঃ আইহাই ফিৎরা ৭'২৫ কুরবানী ৭'২৫।

যিলা বগুড়া

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। এম, এ, সাত্তার হেড মষ্টার ছাইহাটা হাইস্কুল পোঃ জোড়গাছা উশর ১৬'২৫ ২। এ, এস, এম হাবিবুর রহমান দ্বারাথপুর জামাত হইতে হইতে কুরবানী ১০৲ ৩। মোঃ মোহাঃ আমজাদ হোসেন সারিয়া কান্দি মাদ্রাসা পোঃ সরিয়া কান্দি কুরবানী ২০৲ ৪। হাজী মোহাঃ দেরাসাতুল্লাহ প্রামানিক মারফত হাজী আব্বাস আলী ফুলকোট পোঃ ডেমাজানী কুরবানী ১০৲ ৫। মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার সাং নগর পাড়া পোঃ রামপুর কুরবানী ১৫৲ ৬। মোঃ মোহাঃ আমজাদ হোসেন সারিয়া কান্দি মাদ্রাসা সভার আদায় ২'৫০ এককালীন ২'৫০ ৭। মাষ্টার জয়নুল আবেদীন সাং ঘুঘুমারী পোঃ চন্দন বাইসা ফিৎরা ২৲ কুরবানী ২৲।

যিলা রংপুর

আদায় মারফত মওলবী মোহাঃ সিরাজুল হক সাহেব সাং চাপাদহ পোঃ গাইবান্ধা

১। বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ১২০৲ ২। কুপতলা জামাত হইতে মোঃ আবদুর রহমান পোঃ ঐ ফিৎরা ২৬৲ ৩। বোনারপাড়া শাখা জমঈয়ত পক্ষে মোঃ মোহাঃ সোলায়মান পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ৪। গোলাহাটী শাখা জমঈয়ত হইতে হাজি মোহাঃ নায়েবুল্লাহ সরকার পোঃ ঐ কুরবানী ৩০৲ ৫। কুপতলা শাখা জমঈয়ত হইতে মোঃ আবদুর রহমান সাহেব ফিৎরা ৪০৲ ৬। চাপাদহ শাখা জমঈয়ত হইতে মারফত মোঃ মোহাঃ সিরাজুল হক পোঃ গাইবান্ধা ফিৎরা ১০২৲।

যিলা ফরিদপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। এম, আবদুল খালেক শরিফ সাং ফেটগ্রাম পোঃ কোটালী পাড়া ফিৎরা ৯৲ ২। আলহাজ মওঃ আবদুর রাজ্জাক সাং বহালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর বিভিন্ন স্থান হইতে আদায় কুরবানী ৩৪ ২৮।

যিলা শ্রীহট্ট

১। জামাতের পক্ষে মারফত মওঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব সাং ঢাকনাইল পোঃ গাছ বাড়ী ফিৎরা ১৫৲।

যিলা ঢাকা

ডিসেম্বর মাস

২। মোহাঃ হাসান সাহেব সিক্কাটুলি যাকাত ৫৲ ৩। আলহাজ মোহাঃ মজহারুল হক ২০ নং বংশাল রোড যাকাত ৫০৲ ৪। মোঃ মোহাঃ আবদুল্লাহ মৃত ওয়ালি স্ট্রিটে ল' যাকাত ১০৲ ৫। অধ্যাপক মোঃ মোহাঃ মুজাম্মেল হক ইসলামী ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিৎরা ৪'১২ ৬। অধ্যাপক মোঃ মোহাঃ শামছুল হক গণিত বিভাগ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪'১২ ৭। মোহাঃ সামছু মিঞা ৮২ নং নাজিরা বাজার যাকাত ১০০৲ ৮। ডাঃ মোঃ মোহাঃ নাজির হোসেন ৭০ নং কাযি আলাউদ্দিন রোড যাকাত ১০৲ ৯। মোহাঃ হিরা মিঞা ৭৫ নং নাজিরা বাজার যাকাত ৫৲ ১০। মোহাঃ রহমতুল্লাহ বেপারী কাযি আলাউদ্দিন রোড যাকাত ২৫৲ ১১। মোহাঃ এনায়েতুল্লাহ নাজিরা বাজার যাকাত ১০৲ ১২। জনৈক মহিলা মারফত ডাঃ মোঃ মোহাঃ আবুল হোসেন ১২০ বি চৌধুরী পাড়া মালিবাগ যাকাত ১০০৲ ১৩। মোহাঃ আলাউদ্দিন ৬৩ নং নাজিরা বাজার যাকাত ২০৲ ১৪। মওলানা মোহাঃ আবদুল মন্নান আল আজহারী ১৭৯।১ বি দরগা শরিফ রোড আজিমপুর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফিৎরা ৫৲ এককালীন ৫৲ ১৫। মোঃ মোহাঃ আহসানুল্লাহ ২৯।২ সেণ্ট্রাল রোড যাকাত ২৲ ফিৎরা ২'০ ১৬। আবুল কাসেম মোহাঃ শহিদুজ্জামান ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৭। মওঃ মোহাঃ আরিফ এম, এ, ২০ নং বংশাল এককালীন ৫৲ ১৮। মোহাঃ আমজাদ হোসেন ১২০ নং লাল মোহন সাহা ষ্ট্রিট ঢাকা ১ যাকাত ৩৲ ১৯। আবু ছিদ্দিক ভূইয়া কে, বি, শাহা রোর্ড নারায়নগঞ্জ যাকাত ২০৲ ২০। আদায় মারফত আলহাজ মোহাঃ সোলায়মান কাঞ্চন ১৪৮৲ ২১। মোঃ মনির আহমদ বংশাল এককালীন ১০৲ ২২। হাফেয মোহাঃ ওমর বংশাল যাকাত ৩৲ ২৩। মোঃ মোহাঃ মুজাফ্ফার হোসেন ১২০।ব চৌধুরী পাড়া, মালিবাগ যাকাত ১০০৲ ২৪। মোছাম্মৎ জোহরা খাতুন মারফত ডাঃ মোঃ মোহাঃ আবুল হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ৪০৲ ২৫। মোহাঃ ইউসোফ ৬৪ নং কাযি আলাউদ্দিন রোড যাকাত ৫৲ ২৬। আবদুল হাকিম মণ্ডল সরকারী ঔষধালয় সেকেণ্ড ক্যাপিটাল যাকাত ১০৲ ২৭। আলহাজ মোঃ মোহাঃ নূরুদ্দিন সাং দোলেশ্বর যাকাত ৫০৲ ২৮। মোঃ মোহাঃ আবুল হোসেন ঢাকা যাকাত ৪৲ ২৯। মোঃ মোহাঃ অহসানুল্লাহ ২৯।২ সেণ্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি ফিৎরা ৫৲ ৩০। মোহাঃ শহিদুয্যামান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৩১। মওঃ মোহাঃ আরিফ এম, এ, ২০ নং বংশাল রোড এককালীন ৫৲ ৩২। মিস মোহাঃ মুকাররম হোসাইন ইন্সটাকটর টেকনিকাল ট্রেনিক সেণ্টার মীরপুর ফিৎরা ৪৲ ৩৩। এম, এ, আকবর দক্ষিণ বাশাবো কদমতলা ঢাকা—১৪ যাকাত ১০০৲ ৩৪। ক্বারী মোঃ আবদুল আযিয ইমাম নাজিরা বাজার জুমা মসজিদ ফিৎরা ২৲।

যিলা ময়মনসিংহ

১। মাহ্রুম মোহাঃ আলিমুদ্দিন সাং বল্লা পোঃ বল্লা বাজার এককালীন ৫৲ ২। আলহাজ মোহাঃ ফইমুদ্দিন সরকার সাং নয়াপাড়া এককালীন ৯'৭০ ৩। শরিষাবাড়ী এলাকা জমঈয়ত হইতে মারফত ডাঃ মেসর ভাজন আলী কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অংশ ৫০০৲

যিলা কুষ্টিয়া

১। মোহাঃ ছাদেক আলী সাং খারাগোদা পোঃ কালুপোল এককালীন ৫৲

যিলা রাজশাহী

১। শেখ মুফিজউদ্দিন সাং সেরকোল পোঃ হলিখালী যাকাত ৫৲ ২। হাফেয মোহাঃ ইদ্রিস সাং ও পোঃ রাধাকান্তপুর ফিৎরা ৫৲

যিলা রংপুর

১। হাজী মোহাঃ মনহার উদ্দিন সরকার মারফত মোঃ মোহাঃ সিরাজুল হক সাং চাপাদহ পোঃ গাইবান্ধা ফিৎরা ৫০৲

আদায় মারফত মোঃ মোহাঃ আবদুল জব্বার
সাং ও পোঃ মহিমাগঞ্জ

২। চকুলি জামাত হইতে মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ২৲ ৩। চর পুস্তাইর জামাত হইতে মোহাঃ আবদুল মালেক সরকার পোঃ ঐ কুরবানী ১২৲ ৪। পুস্তাইর মধ্যপাড় জামাত হইতে মারফত আবদুশ শুকুর পোঃ ঐ কুরবানী ৯৲ ৫। গোপালপুর জামাত হইতে মোহাঃ রহমতুল্লাহ আখন্দ পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৫৲ ৬। জগদিশপুর জামাত হইতে মোহাঃ মিয়ানতুল্লাহ পোঃ কোচাশহর কুরবানী ৪৲ ৭। জীবনপুর জামাত হইতে মোহাঃ মহেজউদ্দিন পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৫৲ ৮। কুমিরাডাঙ্গা জামাত হইতে মোহাঃ বয়েনউল্লাহ আখন্দ পোঃ ঐ কুরবানী ১৩৲ ৯। পুস্তাইর আগপাড়া জামাত হইতে মোহাঃ ফয়েজ আলী প্রধান পোঃ ঐ কুরবানী ২৲ ১০। বনগ্রাম জামাত হইতে আবদুল গফুর পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৩৲ কুরবানী ৩৲ ১১। থয়ঘরিয়া জামাত হইতে হাজী মোহাঃ অছিমুদ্দিন পোঃ ঐ কুরবানী ১০৲ ১২। ছয়ঘরিয়া দক্ষিণপাড়া জামাত হইতে মোহাঃ মিজান আলী পোঃ ঐ কুরবানী ২৲ ১৩। মোহাঃ ইফার উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ৮৲ ১৪। জীবনপুর জামাত-হইতে মোহাঃ মহেজউদ্দিন পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ১৫। বামন হারুয়া জমাত হইতে মোহাঃ জোনাব আলী পোঃ ঐ ফিৎরা ১০৲ কুরবানী ১২৲ ১৬। পান্তামারী জামাত হইতে মোহাঃ হাইদার আলী পোঃ ঐ ফিৎরা ১০৲ ১৭। পুস্তাইর আগপাড়া জামাত হইতে আবদুল আখন্দ পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৲ ১৮। গোপালপুর জামাত হইতে আবদুল মালেক পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ১৯। বালুয়া জমাত হইতে আবদুল মালেক আখন্দ পোঃ ঐ কুরবানী ৬০৲ ২০। গোপালপুর জামাত হইতে মোহাঃ রমযান আলী পোঃ ঐ কুরবানী ৬৲ ২১। ছয়ঘরিয়া জামাত হইতে মোহাঃ এফাজউদ্দিন পোঃ ঐ কুরবানী ৫৲ ২২। দামগাছা জামাত হইতে মোহাঃ জয়েন উদ্দিন ফকির পোঃ ঐ কুরবানী ২৲ ২৩। পুস্তাইর মধ্যপাড়া জামাত হইতে মোঃ মোহাঃ আবদুর রহমান পোঃ ঐ কুরবনী ১০৲

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনাভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

• তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।

• উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

• রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

• অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

• বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

• রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

• তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org